অগ্নিশিখা

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

অগ্নিশিখা।

ভূমিকা

নাটকীয় ব্যাকরণ অনুসারে এ বইখানি লেখা নয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুবিধা ও সম্ভাবনার কল্পনাতে এইটাকে খাড়া করা হয়েছে।

কালধর্ম্মে যেমন সমাজের গতি বদল হয়; সেই কালের হাওয়ায় ব্যাকরণও বোধ হয় বদল হওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজীতে যাকে Naturalistic Play বলে, অর্থাৎ প্রকৃতি-পন্থী খেলা বলে, এই বইখানি তাই। পাঠক সহজ ভাবে সেইটুকু গ্রহণ করলেই আমি পরম তৃপ্তি লাভ করব।

শেষে এই কথাটা বলায় আমার বিশেষ আনন্দ যে, আমার সহকর্ম্মী শ্রীমান ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এই নাটকের রচনা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এমন কি দুটো দৃশ্যের ভাব-পরিকল্পনা তাঁর নিজস্ব।

ছাপায় কিছু ভুল আছে, আমার অসুস্থতা ও অনবধানের ফলে তা ঘটেছে—আশা করি পাঠকবর্গ নিজগুণে সে দোষ মার্জ্জনা করে নেবেন।

ইতি—

সত্যেন গুপ্ত

অগ্নিশিখা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাট্যসংস্থাপন

হরিশবাবুর ড্রয়িংরুম। ঘরের বাঁদিকে দু'টো দরজা, ডানদিকেও দু'টো দরজা। ডানদিকের দরজা দিয়ে বিহারীবাবুর অংশে যাওয়া যায়। ব্যাকড্রপের দিকে দুটো জানালা, মাঝখানে একটা দরজা। দরজার পিছনদিকে বারান্দায় আসা যাওয়া যায়। সব দরজাতেই নীল রঙের ভারি পর্দ্দা টাঙান। আর জানালা দু'টোয় সাদা ফুলকাটা ক্রেপের ঝালোর দেওয়া স্ক্রীন। ব্যাকড্রপের দরজার মাথায় একটা বড় ক্লক। দেয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অয়েলপেন্টিং ছবি টাঙান। কোণে-কোণে কাঠের ফুলকাটা কর্ণার তাতে পেতলের কারুকার্য্য-করা ভাসের মধ্যে ফুলের গাছ, তাতে গোটাকতক লাল রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। ঘরের মেঝেতে একখানা সবুজ রঙের কার্পেট পাতা—মাঝখানে একটা টেবিল। তার ওপর খানকয়েক খবরের কাগজ ও বিলিতী ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন। টেবিলের এপাশে ও ওপাশে ক-খানা চেয়ার তার ওধারে একখানা

সোফা। তার দু'পাশে দু'টো ছোট গোল টেবিল আধুনিক ধরণের, তার ওপরে দু'টো অ্যাশ-ট্রে ও দেশলাই রাখার ষ্ট্যাণ্ড। ডানদিকে দেয়ালের কাছে একটা টেলিফোন, তার নীচে একটা ছোট টেবিল।

যবনিকা উঠলে দেখা গেল যে, ঘরটা আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা। তখনও ভোর ঠিক হয়নি, একটু-একটু আলোর আভা সবে আসছে। ক্রমে আলোটা বাড়তে লাগল। পাশের ঘরে অর্গ্যান বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে গান। উমা আর উমার ছোট ভাই রতন গান গাইছে।

আগে অর্গ্যানটা শুধু বাজছে···তারপরেই উমার গলা—উমার দ্বিতীয়বার সুর ধরার সঙ্গে সঙ্গে রতন গেয়ে উঠল।

[ব্যাকড্রপের দরজার পর্দ্দা ঠেলে কাগজওয়ালা দু'খানা খবরের কাগজ রেখে দিয়ে গেল টেবিলের ওপর। গান চলেছে।]

আগুনের পরশ দিয়ে
জাগাও প্রাণে নতুন তান,
বাধা-বাঁধন যাক্ সে জ্বলে
উঠুক অনুরাগের গান।

(গান গাইতে গাইতে—উমা পাশের ঘর থেকে ড্রয়িংরুমে এসে খবরের কাগজখানা পড়তে লাগল। নেপথ্যে পাশের ঘরে রতন তখন গাইছে...]

দুঃখ পড়ুক পায়ের তলে,
কাঁটার ওপর যাব দলে—

উমা। হ'লনা রতন, ভুল হ'ল আবার গা।

(উমা কাগজখানা দেখতে দেখতে পাশের ঘরে আবার চলে গেল। গিয়ে রতনের সঙ্গে গাইতে লাগল)

দুঃখ পড়ুক পায়ের তলে,
কাঁটার ওপর যাব দলে',
দুখের প্রাতে জয়ের মালা
তোমার গলে করব দান···

(শেষেরকলি গাইতে গাইতে উমা আবার ড্রয়িংরুমে ফিরে এল)

ধন্য হবে অগ্নিশিখা
প্রেমের লিখায় অবসান।

উমা। রতন আজকে থাক এখন, পড়া করগে যা, চা হয়ে গেলে, আমায় ডাকিস্···

(রতন পাশের ঘর থেকে গাইতে গাইতে এসে, এ ঘরে এসে থেমে গেল)

রতন। দিদি! আপিসের ব্যায়রা এসেছে, বাবাকে ডাকছে।

উমা। (উঠে গিয়ে দরজার কাছে গেল) কে? অ! বাবা এখনত বাড়ী নেই, তুমি একটু পরে এস।

(নেপথ্যে—নীলা—"অ রতন! রতন! অ উমি!)

রতন। যাই মা—মা মা···

[রতন আগিয়ে যাবে, এমন সময় নীলা প্রবেশ করলে। রতন গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলে···"মা! মা!"]

নীলা। চল খাবি চল···কে ডাকছিল রে! আপিসের

উমা। যাও যাও নিজের কাজে যাচ্ছ যাও···

(উমার কথার মাঝখানে সন্তোষ পিছনের দরজার পর্দ্দাটা একটু সরিয়ে দেখলে—দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলে। উমা ও নিখিল টের পেলে না)

কি পাগলের মত বকছ, নিখিলদা যেন কি—যাও যাও।

নিখিল। সত্যি বলছি উমা··· তোমার দিব্যি। আমি একখানা বই produce করছি—তার হিরোইণ...হবে...

উমা। বাজে কথা রাখ নিখিলদা—তুমি তোমার কাজে যাও দিকিন্—কেন মিছিমিছি···

নিখিল। মিছে বলিনি উমা···তোমার মত girl পেলে cinema-worldকে···

(সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। Would you please get off...

নিখিল। (ব্যঙ্গের সহিত ফরাসী অভিবাদনের ভঙ্গীতে) I would ask you the same question as well...হে হে! what right have you to... আমি ত মহাশয়ের···

সন্তোষ। Shut up... তোমার সব কথাই আমি শুনেছি···

উমা। কি করছ সন্তু! যেতে—যেতে দাও নিখিলদা...

নিখিল। দেখনা... হেঁঃ! আমি ওকে কিছু বলিছি...

সন্তোষ। তুমি এখান থেকে বেরুবে কি না? Say ye or ney, will'a ?

নিখিল। Certainly not, না যদি যাই, কি করতে পার বন্ধু শুনি ?

সন্তোষ। (অগ্রসর হয়ে নিখিলের ঘাড়টা ধরে বার করে দিতে গেল। নিখিল ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে সন্তোষকে ধাক্কা দিলে উভয়ে তখন ধ্বস্ত-ধ্বস্তি করতে লাগল)

উমা। কি করছ সন্তু...আহা ! ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও ..

সন্তোষ। (নিখিলের হাতটা দুমড়ে ধরে) Apologise, I would never spare you, you scoundrel, you brute, apologise...

নিখিল। Never—a brute never apologises..... never...never...

উমা। কি বিপদ ! নিখিলদা, আমাকে মাপ কর, তুমি যাও, সন্তু ছেড়ে দাওনা—আঃ...

[ঝগড়া ও চীৎকার শুনে বিহারী বাবু, শীলা একদিকে, অন্যদিক দিয়ে নীলা রতন, পিছনের দিক দিয়ে সরকার বেহারা প্রভৃতির প্রবেশ]

নীলা। একি ! কি হয়েছে ? উমা !

বিহারী। কি কি সন্তু কি করছ, ছেড়ে দাও বলছি···

শীলা। দাদা কি করছ ?

সরকার। ব্যাপারটা কি মশাই···এ কি কাণ্ড !

সন্তোষ। I would never spare you, apologise, nasty brute...

হরিশ। What ?... অ ! I see...

উমা। নিখিলদা ওসব কি ? অমন ইতরের মত কথা···

হরিশ। থাম...যাও নিখিল যাও...তুমি...

বিহারী। This is awfully bad of you···এ কি অন্যায় অভদ্রতা সন্তু ..

হরিশ। যেতে দিন—যেতে দিন বেহারীদা...এখন বোধ হয় এই রকমই চলবে—

বিহারী। না—না এসব কি.. না...নিখিল তুমি যাও ত বাবা, যাও।...

নিখিল। মেয়ে রাত্তির তেরটার সময় সিনেমা দেখে ফিরছেন বন্ধুর সঙ্গে এতে দোষ হয় না—

হরিশ। নিখিল !

নিখিল। আজ্ঞে ! আমায় সত্যিকথা বলতে বলেছিলেন তাই বলেছি, আরো যদি সব বলি...হ্যাঁ...

হরিশ। What do you mean, what are you driving at ? অ্যাঁ !

নিখিল মা। ওরে অ হতভাগা তুই বের না এখান থেকে...

(নিখিলের মা নিখিলের হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে চলে গেল।)

সরকার। কে জানে মশায়, বাড়ী ভাড়ার জন্যে ওদের ক্রোক বসেছে···আজ ছ মাস এক পয়সা ভাড়া দেবার নামটা

সরকার। আজ্ঞে তা কেন···নিরীহ জীব···

হরিশ। আর মানুষ বুঝি ভারি হিংস্র না...ভাড়া না দিতে পারলে মানুষের বাসাত আইন দিয়ে বেশ ভেঙ্গে দিতে পারেন... মানুষের ওপর নেইক দরদ, দরদ যত বুঝি ওই উড়ো পাখীর ওপর অ্যাঁ...

সরকার। আজ্ঞে কর্ত্তাদের হুকুম...তামিল...

হরিশ। বেশ হুকুম তামিল করতেই থাকুন...আমি কিন্তু বাসাটি ভাঙ্গব। উড়ো পাখীর ওপর আমার কিন্তু এতটুকু দরদ নেই...যান আপনি, আহাহা—পাখীর বাসা...

(সরকারের প্রস্থান)

শোন্, ওইখানে সা কোম্পানি বুঝলি...যাবি আর আসবি...দেখে আনিস...

(বেহারা চলে গেল)

[অন্যদিক দিয়ে উমার প্রবেশ ও অন্য দিকে টেলিফোন রিঙ্ করে উঠল। হরিশ উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলে। উমা এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

হরিশ। Hallow, speaking—yes...ছুটি নেই, তবে নিতে পারি, কেন? শিকার...বাঘ দেখা দিয়েছে...বাঘ!—তা ঠেঙিয়ে মারতে পার না...বড়...কোথায়? ডায়মণ্ড হারবার... তোমাদের ওখান থেকে মোটরে যাবে...well and good তা ideaটা অবিশ্যি মন্দ নয়···Right'O—হাহাহাহা, ভাল কথা—হ্যাঁ

উমা। বাবা! (কেঁদে উঠল)

হরিশ।—Why do you cry ? এঁ! চোখে জল কেন ? মাও মরেনি। বাপও বেঁচে ? আঃ! যাও এখান থেকে...

[ছুটে রতনের প্রবেশ। হরিশের ভঙ্গী দেখে থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে।]

রতন। বাবা তুমি কাল কোথা গিছলে বাবা ?

হরিশ। যমের বাড়ী!

(নীলার প্রবেশ)

নীলা। বালাই ষাট ··ছেলেকে মানুষ অমনি করে কথা কয় নাকি ?

(রতন গিয়ে মার কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল)

হরিশ। এখানে আবার কেন ?

নীলা। সারা রাত্তির বসে, খাবার-দাবার রইল পড়ে।...

হরিশ। সংসারটা তাহ'লে বেশ ভাল করেই দেখছ, গিন্নী! অ্যাঁ।

উমা। বাবা অমন করে কথা কইছ কেন ?

হরিশ। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছে কি... রতনবাবু! জামার হাতটা বুঝি চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে ...চিলটাকে ধরতে পারলে না রতন বাবু!

(রতন আরো ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে রইল।)

নীলা। আমার মরণটা হয়ত বাঁচি।

হরিশ। খুব সহজ কথা...এখন যাও দিকিন, এখান থেকে, আর ঠোঁট ফোলাতে হবে না রতন বাবু...

(নীলা, উমা ও রতনের প্রস্থান।)

এই নিয়ে আয়, রাখ।

[বেয়ারা পিছনের দরজা দিয়ে এল।]

রাখ···শোন এই ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই, সব বড় সায়েবের হাতে দিবি, বুঝলি, আর বলবি আমি আজ অফিসে যাব না···মাইনের চেক, সব সই করে দিয়েছি, Cashier বাবুর কাছে, সব দিয়ে দিবি। বুঝলি।

বেয়ারা। আজ্ঞে হাঁ হুজুর!

হরিশ। আর শোন আমার বড় বন্দুকটা বার করে সাফ করে ঠিক করে রাখবি, খানিক পরে আমার সঙ্গে নেব···এই নে চাবি···

[বেয়ারার প্রস্থান]

[হরিশ ফ্লাস্কের মুখটা খুলে, গলায় খানিকটা ঢালছে, এমন সময় উমা আবার প্রবেশ করলে। উমাকে দেখে ফ্লাস্কটা পিছনের দিকে সরিয়ে রাখলে।]

উমা। বাবা। ওঠ, চান-টান করবে চল, বেলা হয়ে গেল যে...

হরিশ। আঃ আবার কথা কইছ? তুমি এখন যাও দিকিনি, এখান থেকে।

[অত্যন্ত উদ্ধত ও তীব্র ভাবে তাকিয়ে উমা সেখান থেকে চলে গেল।]

হরিশ। হুঁ! আচ্ছা সন্তোষ বলতে পার মানুষ কেন মিছে কথা কয়?

সন্তোষ। নিজের অন্যায়টা লোকের কাছে লুকোবার জন্যে।

হরিশ। কিন্তু মিথ্যে দিয়ে কি, সত্যিকে কখন চাপা দেওয়া যায়…

সন্তোষ। তা কি করে যাবে।

হরিশ। যায় না—তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখলে ত'? তুমি নিজেই দেখলে—সংসারে কিছুই লুকান যায় না…

সন্তোষ। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমাকেই …mean করছেন…

হরিশ। I mean what I mean, আমার মেয়ে তোমাদের সঙ্গে…হে-হে-হে-হে…so far so good…মেয়েকে অতবড় করে এক সঙ্গে লেখা পড়া শেখাচ্ছি যখন, তখন ওটা যে হবে, এটা অবিশ্যি আমার ভাবা উচিৎ ছিল…আচ্ছা তুমি আর কখন কিছু দেখনি…সত্য বলবে…

সন্তোষ। কি দেখার কথা বলছেন?

হরিশ। এই তোমার মতন—আচ্ছা তোমার কথাটা না হয়, একেবারে বাদই দিলাম, অাঁ! তোমাকে আর লজ্জা দিয়ে কোন লাভ নেই—এই উমা আর কার সঙ্গে—কিম্বা আমি যখন বাড়ীতে থাকিনি না, তখন আর কেউ আসে এখানে জান অাঁ? I want a positive proof···Say straight··· সোজা বল···অাঁ।

সন্তোষ। আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন, না-না, আমি যাই···এসব কি, না···না।

(সন্তোষ উঠে চলে যাচ্ছিল)

হরিশ। Hey, look here সন্তু! আমার সংসারের মধ্যে এসে তোমরা এই সব কেলেঙ্কারীর কথা তুলবে অথচ জিজ্ঞাসা করলে বলবে না, এর মানে কি···Do you think me an imbecile.···

সন্তোষ। না-না তা কেন--

হরিশ। তবে···

সন্তোষ। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনিই ভেবে দেখুন যে, এ-সব কথা নিয়ে...

হরিশ। But it pierces me like a red-hot iron পোড়ান লোহার ফালের মত আমার বুকের ভেতর বিঁধছে··· আমার ছেলে আমার মেয়ে, আমার সংসারের এদের নিয়ে এই সব...ওঃ This is awfull—awfull my boy!

নীলা। তাঁর কাছে কি করে বলি বল ?

উমা। বলতে তোমার আপত্তিই বা কি ?

নীলা। আমার আপত্তি কি, গগন যে জানাতে চায় না, বলে লজ্জা করে, তারপর যদিই বা বলি, ও যে আড়বোজা লোক—তারপর কি করতে কি হবে—

উমা। অন্যায় ত কিছু করনি যে, তোমার সে মাথা কেটে নেবে তবে ?—এদিকে এই দিন-রাত্তির সশঙ্কিত হয়ে থাকা—পাড়ায় এই নিয়ে কথা—শীলা সেদিন জিজ্ঞাসা করছিল, অথচ আমার জবাব দেবার কোন উপায় নেই, বললেই জানাজানি হবে, কি মুস্কিলেই যে আমি পড়েছি। আমাদের মত সংসারে মাসে একশ করে টাকা জোগান দেওয়া কি মা সোজা কথা—তুমিই বুঝে দেখ না কেন ?

নীলা। ভাল করে বুঝিয়ে বলারও ত একটা সময় চাই, এক আফিসের সময় ছাড়া সব সময়ইত মদ নিয়ে—

উমা। ও পুরোণো বাসি কথা তুলে লাভ কি মা—আমি বলব তুমি শোধরাতে পারনি—মেয়ে কিছু বাপকে শাসন করতে পারে না, সে পার তুমি, থাক সে কথা, তবে একথা মা বলতেই হবে যে তুমি নিজের দোষে···

নীলা। কেন আমি কি কোনদিন তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছি, বাঁদীর মত সংসার করছি, আমার অপরাধটা কি···

উমা। ওইত কুয়ের গোড়া, নিজেদের বাঁদীর মত মনে কর' কেন···

নীলা। কি জন্যে সারারাত সে বাড়ী এল না, কাল রাত থেকে, কাল রাত থেকে কেন—আজ কিছুদিন ধরেই মদের রেলাও যমন বেড়েছে, তেমনি···সবই...সেদিন রাত্রে রত্নাকে আদর করতে করতে হঠাৎ বাঘের মত মুখ চোখ করে উঠল। মদই খাক, আর যাই করুক কখন ছেলে-পুলেকেও এমন করেনি। থাকে থাকে আমার ওপর এমন করে ওঠে···আজ তুই যদি আমার ছেলে হতিস···

উমা। মেয়ে হয়ে তোমার কি অসুবিধা করেছি মা, আমাকে আর কি করতে বল। ছেলে হলে তার জন্যে কি খরচ লাগত না···বি-এ পাশ করে, আজ ক'বছর তোমার কাছ থেকে একটা পয়সা নিইনি—রতনের স্কুলের খরচা পর্য্যন্ত তোমায় দিতে হয় না, অথচ বাবা জানেন যে, তিনি এই সব খরচ জুগিয়ে আসছেন···বুঝে দেখ...

নীলা। রাগ করছিস কেন, বুঝেই বা কি করব...বল, গায়ের গয়না খুলে দিলে এখনি টের পাবে...

উমা। টেরত একদিন পাবেই মা, তার চেয়ে বাবাকে সব কথা খুলে বল—টাকার জন্যে বলছি না, আমার টাকা, তোমার টাকা, কি বাবার টাকা, কি ভিন্ন, তা নয়...আর তাইবা কেন, নির্ম্মলকে বললে, বিশ পঞ্চাশ একশ কেন, হাজার দু'হাজার চাইলে সে এখুনি দেয়, আমি জানি, তা বলে তার কাছে টাকা চেয়ে মাথা হেঁট করতে যাব কেন বল। সে আমি পারব না···

উমা। (চায়ের পেয়ালাটা হরিশের হাত থেকে নিয়ে।) আমি চা এখনি করে দিচ্ছ বাবা···রতন জল খেয়েছিস ?

(রতন ঘাড় নাড়লে)

আয় আমি দিচ্ছি···　　(রতনকে নিয়ে উমার প্রস্থান)

হরিশ। ছেলেটাকে বাসি খাবারগুলো দিয়ে এসেছ খেতে, এক গেলাস জল দেবার ফুরসৎও হয়নি—অ্যাঁ। এত কি কাজে ব্যস্ত গা গিন্নী, এত কি কাজ···ওদিকে রান্নাঘরে উনুন গাঁ-গাঁ করছে···জিনিষপত্তর পড়ে, ব্যাপারটা কি ?

নীলা। ব্যাপার আবার কি ? কাল বাড়ি এলে না—খাবারগুলো রয়ে গেছে, উমা আবার ওবেলা নির্ম্মলের ওখানে যাবে, ওর মা খেতে বলেছেন—কি রান্না চড়াব, তোমার আসা দেখে···

হরিশ। অ !·· (নীলার দিকে একটু বাঁকা হাসির ভঙ্গী করে তাকিয়ে) অ ! তা বেশ ! ··সংসারটা বেশ ভালই চলেছে বলতে হবে। মেয়ে রাত্তির তেরটার সময় সিনেমা দেখে বন্ধুর সঙ্গে ফেরেন, ছেলের জামার হাতটা চিলে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নেয়—অবিশ্যি এটাও বলতে পার যে, মাতাল বাপ যখন বাড়ী থাকে না, পথে পড়ে থাকে—আর প্যাঁচায় যখন তার জুতো-জোড়াটা নিয়ে যায়, তখন হ্যাঁ—বাড়ীর লক্ষ্মী চঞ্চল হতে পারেন। কাজেই সংসার এই রকমই চল্‌বে তাহলে কেমন ?

একটা নিশ্চয়ই কোন গোল হয়েছে, নইলে এত হতে পারেনা···
চুপ করে রইলে কেন, বল ।ক হয়েছে তোমার। তুমিত কখন এমন ছিলে না জবাব :দাও—কি হয়েছে আমায় বল—আমি তোমার ছেলে মেয়ের বাপ;আমার দুঃখু•হয় না—বলতে চাও! অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে, সোণারচাঁদ ছেলে যার – তাকে তাকে বেদেনী ডাকতে হয়...ওষুধ করার 'জন্যে, মদই খাই আর যাই হই · কি হয়েছে তোমার···

নীলা। (মাথাটা নীচু করে) হবে আবার কি...কিছু হয় নি—

হরিশ। কিছু যদি হয়নি ত' এসব হয় কেন—আমি মাতাল বলে কি আমার ছেলে ভদ্দরলোকের মত হবে না, মাতাল বলে কি তার বাড়ীতে এত বড় মেয়ে নিয়ে এইরকম কেলেঙ্কারী হবে, মাতাল বলে কি তার সংসার এইরকম বেতালা চলবে, কি ঠাউরেছ বল দিকিন্ সোজা কথা কও, যার মেয়ে এম-এ পড়ে তার মা উড়ো-মন ঘর করাবার ওষুধ করে···

নীলা। কি মাতলাম করছ, তুমি আমার পেটের মেয়ের সামনে এইসব আকথা কুকথা কইছ, তোমার লজ্জা করে না··· কি অপরাধ আমি করেছি যে এতবড় কথা আমায় বলতে সাহস হয় তোমার···

হরিশ। তাইত বিষ নেই আবার কুলো পান্না চক্কোর...

নীলা। কোন অধিকার নেই তোমার এসব কথা বলার—

কেন তুমি এসব আমায় বলবে, কি জন্য বলবে, কি করেছি আমি যে,—

উমা। মা মা কি করছ, চুপ কর মা, চুপ কর—

(মায়ের মুখ চাপা দিতে গেল।)

নীলা। ছাড়্ আমাকে—মদ খেয়ে মদ খেয়ে তোমার মতিভ্রম হয়েছে, যত সব ইতর ছোট লোকের মত—কোন অধিকার নেই তোমার, শুধু শুধু—

[মুখ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।]

উমা। মা! মা! কি পাগলামি করছ—

(মার পিছনে ছুটে যেতে গেল)

হরিশ। Look here, hey, sonny !

(উমা ফিরে এলো)

তোমার মার হয়েছে কি বলতে পার ?

উমা। কেন বাবা মাকে শুধু শুধু—নানান কথা—

হরিশ। বটে ? শুধু শুধু—থাক্ তোমার সঙ্গে ও-তর্ক করবার সময় মেই—What I guess—যাক্ গে— শোন, তোমায় লেখা পড়া শিখিয়েছি মানুষ হবার জন্যে, রাত্তির তেরটায় সিনেমা দেখে ফেরবার জন্যে নয়—

উমা। নির্ম্মলের মা সঙ্গে ছিলেন—

নির্ম্মল। সময় যদি পাই অবশ্য যাবার চেষ্টা করব ; এর organiser বুঝি...

শীলা। দীপ্তির মা···

নির্ম্মল। ওঃ (হাসলে)।

শীলা। হাসলেন যে ?

নির্ম্মল। উনি আজকাল সব ভাল কাজেই অগ্রণী হয়ে কাজ করেন দেখছি। তবে আমার কি মনে হয় জান শীলা—

শীলা। কি বলুনত···

নির্ম্মল। Charity is Charity, কার জন্যে বা কোন একটা কাজের জন্যে যদি টাকা দিতেই হয়, তবে সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়াই ভাল।

শীলা। আপনার তা হলে যেতে ইচ্ছে নেই বলুন···

নির্ম্মল। না না তা নয়, নাচ গান শুনতে বা দেখতে আমার অবিশ্যি ভালই লাগে, তা তোমাদের গান-টান সব কে তৈরী করে দিয়েছে···

শীলা। গান শেখাবার লোক আমাদের আছে।

নির্ম্মল। আছে নিশ্চয়ই—তবে না জানাতে চাও ত সে আলাদা কথা।

শীলা। না-না তা কেন, দীপ্তি উমাদির কাছ থেকে সব গানই শিখে নিয়েছে সেই সব শেখায়···

নির্ম্মল। উমা সব গান শিখিয়েছে দীপ্তিকে, ও ! তা আমি জান্তাম না ত...

শীলা। উমাদিই ত দীপ্তিকে গান শেখায় দীপ্তিকে পড়ায়—

নির্ম্মল। I see, পড়ায়—অ উমা বোধ হয় তবে সেইখানেই গেছে ?

শীলা। তা ঠিক জানি না তবে আমি শুনেছি যে উমাদি একমাসের ছুটি নিয়েছে, তাদের কাছ থেকে।

নির্ম্মল। Then she gets salary মাইনে নেয়···

শীলা। এ কথা আপনি কিন্তু আর কাকেও...

নির্ম্মল। না আমি কি বলতে যাব but it looks odd—

শীলা। তা সত্যি আমারও ঠিক ওটা—

(রতন প্রবেশ করলে হাতে একটা পেনসিল বন্দুকের মত ধরেছে আর সৈন্যদের মার্চ্চ করার মত পা ফেলার ঢঙে পা ফেলতে ফেলতে আসছে আর ছড়া কাটছে)

মাথাটা তার ষাঁড়ের গোবর
পাঁচটা গুলি পেটের ভেতর
গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম
গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম···

[নির্ম্মল ও শীলা সেখানে বসেছিল তার পাশ দিয়ে এল সেদিকে লক্ষ্যই নেই—বন্দুক লক্ষ্য করার ভঙ্গীতে ওই ছড়াটা বলতে বলতে এল।]

মাথাটা তার ষাঁড়ের গোবর
পাঁচটা গুলি পেটের ভেতর

গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম
গট্-গট্ গট্-গট্ গুড়ুম···

নির্ম্মল। রতন!

রতন। নির্ম্মলদা! বাঃ, বারে! আমি দেখতেই পাইনি...

নির্ম্মল। যে বন্দুক ছুঁড়ছিলে, দিদি কোথায়—

রতন। দিদি কোথায় গেছে, আমি মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি মা! অ মা! মা! নির্ম্মলদা এয়েছেন, দিদি! দিদি!

(সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে চলে গেল।)

(শীলা উঠল।)

নির্ম্মল। শীলা উঠলে যে, চল তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি, উমাত' এখন'···

শীলা। বেশত আসুন আমি বাবাকে বলিগে, বলতে হবে কেন, আপনিই আসুন না—

(শীলার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল শীলাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।)

(রতন ডাকতে ডাকতে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল)

রতন। নির্ম্মলদা নির্ম্মলদা মা বললে আপনি বসুন দিদি এখনি—একি নির্ম্মলদা কোথা গেলেন, চলে গেলেন—

(উমার প্রবেশ)

রতন। দিদি! দিদি! নির্ম্মলদা এসেছিলেন।

উমা। কোথায়?

নিখিলের মা। মানুষ আর কই মা, ছেলে মানুষ হলে কি আর আমার এমন হাড়ির হাল হয়, মুখ্যু নয়, অক্ষম নয়, কানা খোঁড়া নয়, ছেলে-মানুষ নয়, আচ্ছা, আসি মা।

উমা। এস মাসি, খবর দিয়ো।

(নিখিলের মা আগে, পরে নীলা ও উমা তাকে এগিয়ে দিতে গেল)

নীলা। একি নির্ম্মল তুমি এখানে একলা বসে আছ বেশ! তুমি ঘরের ছেলে···

নির্ম্মল। আমি এই শীলার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

নীলা। ভেতরে গিয়ে বোস, আমি দিদিকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

(নিখিলের মা ও নীলা চলে গেল। উমা নির্ম্মলের দিকে এল)

উমা। গল্পটা বেশ জমেই উঠেছিল···আমি হঠাৎ এসে বাধা দিয়ে ফেললাম, না?

নির্ম্মল। কতক্ষণ থেকে বসে আছি জান? এক ঘণ্টার ওপর—হুঁঃ!

উমা। যেহেতু তুমি বাঙালী এবং সময় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানটা অত্যন্ত বেশী।

নির্ম্মল। আর তুমিইবা কি করে বেড়াচ্ছ, বেলা একটার সময় তোমাকে আমি দেখেছি—পোষ্টঅফিসের সেভিংব্যাঙ্কের কাছে···

উমা। তুমি কি করে দেখলে।

নির্ম্মল। দেখলাম television···machine-age কিছু কেউ লুকোতে পারে।

উমা। লুকোবার কি এল এতে ?

নির্ম্মল। আচ্ছা ! টাকারই যদি তোমার দরকার ছিল—তা আমাকে ফোন করে বললে, কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।

উমা। আমার টাকার দরকার থাকলেই বা তোমায় বলতে যাব কেন ? আর তোমার টাকাইবা নিতে যাব কেন ?

নির্ম্মল। আমার টাকা মানে ?

উমা। মানে তোমারই টাকা, আমার নয়।

নির্ম্মল। তোমাতে আমাতে তফাৎটা কোথায় ?

উমা। মাত্র এই কয়েক হাত···

নির্ম্মল। এরপর বাতাসের আড়ালে থাকবে না।

উমা। ইয়ারকী করনা বলছি হ্যাঁ ? বাবা দেখলে ঠাস করে চড় দিয়ে দিত।

নির্ম্মল। বাপেদের চড় অমন ছেলরা খেয়েই থাকে—Though I am not fortunate enough বাপের চড় আমি কখন খাইনি।

উমা। জান আজ সকালে বাবা কি বলেছেন,

নির্ম্মল। . কি ?

উমা। তোমার সঙ্গে ও-রকম সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে না। সেজন্যে বকুনি খেতে হয়েছে।

গগন। হঠাৎ জ্বরটা কেমন বেড়ে উঠলো—শরীরটা কেমন করছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নি।

নীলা। বোস—বোস এইখানে বোস—

(গগন বসে হাঁপাতে লাগল)

এ অবস্থায় কি মানুষ বাড়ী থেকে বেরোয়।

গগন। যে রকম শরীরের অবস্থা, চেঞ্জে যাওয়া বোধহয় আর হবে না।

নীলা। নিজে না এসে খবর দিলেই হত', আমি উমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম।

গগন। আবার হরিশবাবু···(খুব জোরে জোরে কাসতে লাগল) গাটা যেন জ্বলে যাচ্ছে···উঃ—

নীলা। একটা কাজ কর—জামাটা খোল্, কৌচটায় একটু ঠেসান দিয়ে বোস্।

গগন। হেঁহেঁ হেঁ আর পারছি নি···

(নীলা গায়ের কোটটা খুলে দিলে)

নীলা। কি চেহারাই তোর হয়েছে···(জামাটা রাখলে) ওপরের ঘরে গিয়ে একটু শো না হয়, আমি একটু দুধ গরম করে দিই গে—চল্।

গগন। যেতে পারব কি ? আঁ··· (আবার কাসতে লাগল)

নীলা। আমি ধরে নিয়ে যাই···চল···আস্তে আস্তে, এখানে বাইরে—

গগন। শুলে আর হয়ত উঠতে পারব না···

(নেপথ্যে—আমায় ধর) চল শুইয়ে দিইগে...আঃ আঃ
(ঘরটা ও বাইরেটা সব ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল, রঙ্গমঞ্চ একেবারে অন্ধকার।)

চতুর্থ দৃশ্য

নীলার ঘর

অন্ধকার যবনিকা সরে গেল। গগন খাটের ওপর শুয়ে নীলা মাথার ওপর পাখার বাতাস করছে। গগন প্রায় অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থা।

(নেপথ্যে—গান)

(আমার) যাবাব সময কেন ডাকিস্ ফিরে
শুখায়ে গিয়েছে ফুল, কেন লতা দিয়ে
রাখিস্ ঘিরে···

নীলা। এখন একটু কমল রে···ঘুমুলি—

গগন। উঁ !···

নীলা। ঘুমো···তবে··· আমারও শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল নেই। আমিও একটু শুই···উঃ মাগো !

(নেপথ্যে—গান)

(আমার) যাবার সময় কেন ডাকিস্ ফিরে
শুখায়ে গিয়েছে ফুল, কেন লতা দিয়ে
বাঁধিস্ ঘিরে···

Papa tested Whiskey
Grann-pa tested Gin
And I with thee will play···

[হরিশের গলার আওয়াজ শুনে গগন সিঁড়ি দিয়ে আস্তে নেমে পড়তে যাবে, এমন সময় হরিশ দেখলে কে যেন সিঁড়ির কাছে]

হরিশ। I see somebody...এঃ! who's there? Hey, answer me or I will···

[গগন ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে পালাতে গেল। সিঁড়িতে শব্দ হল। সিঁড়িব আলোটা গগন নিভিয়ে দিলে। হরিশ revolverটা হাতে নিয়ে সেই দিকে সরে দাঁড়াল।

আলো নেভালে—বটে! Who's there? answer me or I will shoot!"

(গগনের দিকে লক্ষ্য করে গুলি মারলে)

গগন। বাপরে—আঁ আঁ···

[ভিতর থেকে চীৎকার করে নীলা ছুটে এসে পড়ল গগনের ওপর।]

নীলা। মেরনা মেরনা ওযে···

(হরিশ আবার গুলি করলে)

নীলা। মাগো, কি করলে···ওঃ! ওঃ!

(মুখ থুবড়ে পড়ল)

[হরিশ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখতে গেল।]

(মিঃ রায় ও বিহারী বাবু কথা কইছেন।)

মিঃ রায়। সাতদিনের মধ্যে পুলিশ তার কোন সন্ধানই পেলে না? কোথায় গেলেন হরিশ বাবু? অশ্চর্য্য!

বিহারী। আমিও ত এর কোন ভাব পাইনে রাই। উমার-মা যদি dying declaration দিয়ে যাবেন যে,

মিঃ রায়। ও dyng declarationটার কথা ছেড়ে দাও খুড়ো···ওটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে একটা imaginable story বলে গেছেন, and there's no doubt of it···নইলে তিনি জীবনে বীতরাগ হয়ে, ভায়ের অসুখ দেখে, ভায়ের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করে, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, গগন বাধা দিয়ে ধরতে যাওয়ায় গুলি লেগে দুজনেই wounded হয়, এটাত জজে মানবে না···বিশেষতঃ Revolverটা সেখানে পড়ে থাকত, তা'হলেও একটা কথা ছিল।

বিহারী। কিন্তু গগন যখন উমার মার ভাই তখন এ খুন করবার কারণটা কি?

মিঃ রায়। Exactly, this is the salient point, তবে তুমি যা বললে খুড়ো গগনের লুকিয়ে-লুকিয়ে আসা যাওয়ায়··· পাঁচজনের কানা-ঘুষো থেকে হরিশের মনে একটা বিরক্তিকর সন্দেহ নিশ্চয়ই জেগেছিল···and that may be the cause—তবে একটা উপায় হয়ত হতে পারে...

বিহারী। কি? হরিশকে না পাওয়া গেলে আর কি উপায় হবে?

মিঃ রায়। Oulpable homicide বলে ফাঁসিটা নাও হতে পারে, তবে শাস্তি থেকে একেবারে রেহাই হবে বলেত মনে হয় না…

(পঞ্চাননের প্রবেশ)

পঞ্চানন। Good afternoon আমি আপনার কাছেই একবার এলাম। শুনলাম আপনি এইখানে আছেন।

বিহারী। বসুন, বসুন। কি আর করি বলুন, মেয়েটা এখুনি ঘাট থেকে ফিরবে তারই জন্যে…

মিঃ রায়। But who is the culprit ?

পঞ্চানন। আমি যতদূর investigate করেছি এবং further investigation করেও একেবারে sanguine হতে পারি নি—সন্দেহ অবিশ্যি…

বেহারী। আপনি হরিশের আর কোন খবরই…?

পঞ্চানন না—আচ্ছা বেহারী বাবু—এর কোন অর্থাৎ খুনের কোন কারণ আপনি কিছু ধরতে পারেন ? এটা আমরা জানি যে, হরিশ বাবু is a porfect gentleman তার বয়েসও হয়েছে, certairly is not young, thrugh he looks like তবে বলতে পারেন, মাতালের অবস্থা, বিশেষতঃ তিনপুরুষে মাতাল…

মিঃ রায়। সেটা অবিশ্যি বড় factor, আচ্ছা এমনও হতে পারে যে আর কেউ murderটা করেছে, তিনি দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছেন…

নির্ম্মল। More than that—উমাদেবী আমার class mate আমরা এক সঙ্গেই post graduate ক্লাসে পড়ি…

পঞ্চানন। I see…

নির্ম্মল। বন্ধুর কর্ত্তব্য বলেই করতে চাইছি।

পঞ্চানন। বুঝলাম উমাদেবীর জন্য আপনার একটা বিশেষ দরদ আছে, বাঁচাবার চেষ্টা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, বিশেষ আপনি যখন তাঁর আত্মীয়েরও অধিক বলছেন…কিন্তু এই টাকার কথাটা দ্বিতীয় কোন পুলিশ officerএর কাছে বারান্তরে নিবেদন করবেন না।

নির্ম্মল। No, no, I did'nt mean…

পঞ্চানন। কথাটা যে আপনি খুব গর্হিত বলেছেন, তা আপনার দিক থেকে না হতে পারে, যারই এরকম দরদ থাকে আর তার যদি সে রকম enough money আপনার মত থাকে, খরচ করার সুবিধে থাকে, তাহলে সেও এই একই রকমের proposal করবে। এ situationএ আমি পড়লে আমারও মনে এই রকমই হত।

(বাইরে একটা মোটরগাড়ীর হর্ণের শব্দ হল। পঞ্চাননবাবু উঠে দেখতে গেলেন সিঁড়ির ওদিকে। নির্ম্মলও উঠে দাঁড়াল অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতের মত)

পঞ্চানন। ওই যে আপনার উমাদেবী আসছেন।

(উমা সিঁড়ি দিয়ে, ওপরে উঠে এল—হাঁফাতে হাঁফাতে। পরনে একখানা লালপাড় কোরা-নতুন সাড়ী, রুক্ষ এলোচুল

থাকাও তা, মানুষের বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, এ সংসারে।

নির্ম্মল। থাক্ ও কথা—এখন থাক্—ও সব আর এখন মনে এনো না।

উমা। উঃ মরবার সময়ও বাবাকে বাঁচাবার জন্যে, কি চেষ্টাটাই না মা করে গেলেন, ওই দেখ নির্ম্মল পর্দ্দাটায় এখনও রক্তের দাগ শুখিয়ে রয়েছে, পর্দ্দাটা হাত দিয়ে ধরেছিলেন, কার পাঁচটা আঙুলের দাগ রক্তমাখা শুখিয়ে রয়েছে, এই ঘরখানা আমাদের কত মায়ার, কত স্নেহের, কত আদরের ঘর ছিল। উঃ মাগো!

[পঞ্চাননবাবুর পিছনে ব্যায়রার সঙ্গে তিন পেয়ালা চা, দু'টো প্লেটে কিছু সন্দেশ ও খাবার—দু' গেলাস জল নিয়ে এসে ইজিচেয়ারের সামনে ছোট টেবিলটার ওপর রাখলে]

পঞ্চানন। উমাদেবী আপনি আগে কিছু খানত ?

উমা। এ সব কি করেছেন, শুধু এক গেলাস জল ··না না এখন আমি কিছু খেতে পারব না।

পঞ্চানন। আপনাকে খেতেই হবে, আপনি আপনার বড় ভায়ের মত, আমার কথা রাখুন। আগে কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর কথা কইবেন, আসুন নির্ম্মলবাবু!

নির্ম্মল। আমার জন্যে আবার...

পঞ্চানন। দেখুন শান্তিরক্ষা শুধু চোর-ছ্যাঁচড় বদমায়েস

ঠেঙিয়ে নয়, লোকের সুখ দুঃখও আমাদের দেখতে হয় বৈকি—আসুন ! আসুন !

উমা। আপনার কথাই ঠিক ! এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল, চাটা খেয়ে শরীরটা যেন সহজ হল। তুমি আর কষ্ট করছ কেন নির্ম্মল, তুমিও ত সেই সকাল থেকে—এইবার আমি ঠিক যেতে পারব।

নির্ম্মল। যেতে পারব ? কোথা যাবে তুমি ?

উমা। আমি একবার এই ঘরটায়, আমার ওই ঘরটায় যাব। বইটই গুলো নেবো এখানেত আর থাকা হবে না।

পঞ্চানন। আপনারা কথা কন, আমি আসছি…

(পঞ্চানন বাবুর প্রস্থান)

নির্ম্মল। কোথায় যাবে উমা ?

উমা। সেইদিনই সন্তুকে দিয়ে রতনকে পিসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে সেখানে থাকতে চায় না, তাকে নিয়ে অন্যত্র যেতে হবে। একজামিনের আর কটা দিনই বা বাকী বল, তুমিও সময় নষ্ট করবে কেন ?

নির্ম্মল। এ অবস্থায় তুমি একজামিন দিতে পারবে।

উমা। পারতেই হবে। অবস্থাই দেওয়াবে। রতনকেত' মানুষ করতে হবে। আমায় অনেক ভাবতে হচ্ছে নির্ম্মল, বাবা মাকে যে ভাবে খুন করেছেন, সমাজ কি আর আমায় মাথা তুলে চলতে দেবে !

নির্ম্মল। ও, মা এসেছেন !

(নির্ম্মলের মা সিঁড়ির ওধার থেকে উঠে এলেন)

নির্ম্মলের মা। কইরে নিমু ! উমা কইরে !

উমা। একি মা তুমি আবার কেন কষ্ট করে' এলে···

নির্ম্মলের মা। মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাব, তার আবার কষ্ট কিরে. আর কষ্ট হলেও মা কি কখন সন্তানকে ফেলে দিয়ে যায় রে, চল মা, আয়, হ্যাঁ রতন কোথা ?

উমা। সে ত' সেই থেকে পিসিমার বাড়ীতে আছে।

নির্ম্মলের মা। তা হলে নিমু, বাড়ী যাবার পথে রতনকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাব কেমন ? আয় মা, আর দেরী করিস্ নি।

উমা। না মা সেত হয় না। আমি বাড়ী ঠিক করেছি, রতনকে নিয়ে সেখানেই যাব। পিসিমার ওখানেও রতনকে রাখব না। আমি অন্য কোথাও ত' যেতে পারব না মা।

নির্ম্মলের মা। সে কি কথা, একলা রতনকে নিয়ে কোথা যাবি। আমি এলাম তোকে নিয়ে যাব বলে, যাবি নি কি আমি কি তোর পর···

উমা। পর নয় মা। আপনার বলেই আর' যাব না। তুমি ত' সবই বোঝ মা, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমি এখন কার' আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে পারব না।

নির্ম্মলের মা। হ্যাঁ নিমু ! একি বলে রে···

উমা। না জেঠামশায় সে হতে পারে না, এখানকার atmosphere দিবারাত্র আমার এমন করবে—

বিহারী। বেশ তা হলে, আমার বালিগঞ্জের বাড়ীতে—

উমা। না আমি সবই ঠিক করেছি আগেই, রতনকে নিয়ে সেখানেই যাব। শীলা আমায় একটু সাহায্য করবে ভাই, এই বই-টই গুলো ঘর থেকে গুছিয়ে নেব ?

শীলা। চল উমাদি—

উমা। মা কিছু মনে কর না, আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব— [উমা ও শীলা পাশের ঘরে চলে গেল।

নির্ম্মলের মা। এ সে মেয়ে নয় নিমু, যে, কার' কাছে মাথা নোয়াবে—ও যাবে না, চল—তবে।

নির্ম্মল। চল। [নির্ম্মল ও নির্ম্মলের মার প্রস্থান।

পঞ্চানন। I have never seen such a brave girl, এতবড় আঘাতের পর যে এমন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে !

বিহারী। ওর বাপের মত—হরিশের মত লোক আমি দেখিনি, হীরে দিয়ে ওর দাম হয় না, কি-যে পোড়া এক মদ, ওতেই ওর সব কি যে গোলমাল হল—

পঞ্চানন। কোথায় যে গেলেন! কলকাতার বাইরে যে কোথাও পালিয়ে যাবেন, তাত মনে হচ্ছে না—

(নিখিলের মার প্রবেশ। বিহারীবাবুকে দেখে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিলে।)

আসেন নি। এসে ছিলেন তাঁর ছেলের জন্যে…[নিখিল এগিয়ে এল।

ও নিখিল দা!

নিখিল। আমি খবর পেয়েই দেখা করতে এলাম, এ দুঃখের কোন সান্ত্বনা দেবার নেই তবু…

উমা। এরা সব গেল কোথায় শীলা, স্যুটকেশটায় বই ভরতি, যে ভারি একটা লোকত—

নিখিল। আমি নাবিয়ে দেব?

উমা। Thanks.

(নেপথ্যে হঠাৎ একটা গোলমাল শব্দ উঠল "এদিকে! এদিকে—খবরদার! খবরদার! হুজুর। হুজুর। হুঁসিয়ার গোলি মারেগা- এই ফটক বন্ধ করো")

উমা। কি কি তাঁকে ধরেছে নাকি, অ্যাঁ! নিখিল-দা নিখিল-দা! কি-কি? [উমা হাঁপাতে লাগল।

নিখিলের মা। তুই যাস নি ওদিকে মা, কি জানি যদি—

নিখিল। উমা তুমি ঘরের ভেতর যাও, তুমি ঘরের ভেতর যাও, নীচে যেয়োনা, ওখানে গুলি চলছে…

[উমা শুনলে না চলে গেল। সকলে তার পেছনে গেল, নিখিলও এগিয়ে দেখতে গেল।]

সরে গিয়ে, "এই খবরদার ! হুঁসিয়ার ! Ask the black-guard—not to touch me ··I will break his jaw"

পঞ্চানন। জমাদার ! ফটক...

হরিশ। পালাব না ভয় নেই···এই নিন্—সরকারের দেওয়া জিনিষ—সরকারী লোকের হাতেই ফিরিয়ে দিচ্ছি, এই নিন—(হরিশ বন্দুকটা পঞ্চাননবাবুর হাতে দিতে গেল, পঞ্চাননবাবু হাত বাড়িয়ে আবার একটু সরে গেলেন—ভয়ে)

হরিশ। (বন্দুকের মুখটা উল্টে ধরে) হাহা, হাহা...এতেও ভয়...এই নিন আপনিও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত। আমি এইখানে একটু বসি।

পঞ্চানন। বসুন, হরিশবাবু বসুন···

(জমাদার অগ্রসর হয়ে হরিশকে ধরতে গেল)

হরিশ। ফের...খবরদার—বলছি আপনাকে যে···আমি surrender করেছি, ও যেন আমার গায়ে হাত না দেয়।

পঞ্চানন। এই জমাদার !

হরিশ আমাকে একটু অনুগ্রহ করে জল দেবেন—বড় তেষ্টা পেয়েছে।

পঞ্চানন। সে কি কথা, নিশ্চয়ই !

হরিশ। দেখুন খুন করলেও ক্ষিদে পায়। এমন তেষ্টা পেয়েছিল যে, ওই বাড়ীর নর্দ্দমার জল আঁজলা-আঁজলা করে খেয়েছি—(আরদালী জল এনে দিলে, হরিশ পান করলে) আঃ ! That's it···হ্যাঁ এইবার একটা গাড়ী আনান। দু'টো-

পঞ্চানন। করেন কি! করেন কি! এদিকে আসবেন না।

উমা। বাবা বাবা! কেন এমন কাজ করলে...

হরিশ। (কাঁদ, কাঁদভাবে ভাঙা গলায়) Get out, get out—get out off my sight, না না দাঁড়াও, may I be permitted to speak to my daughter?

পঞ্চানন। Yes! নিশ্চয়ই।

হরিশ। তোমার মা একটা অন্যায় কাজ করেছিল।

উমা। তাই আর একটা তার চেয়েও অন্যায় দিয়ে···

হরিশ। What I have done, is for the best of God's purpose.

উমা। ভগবানের নাম মুখে এন না বাবা!

হরিশ। তুমি কি সত্যি আমার মেয়ে, তোমার ভাই রতন সত্যিই আমার ছেলে, no-no-no, না-না-না। ওঃ হো হোহোহো!

উমা। তুমি মদ খেয়ে এ পর্য্যন্ত মার ওপর, থাক সে কথা, সে মা আমার মরবার সময় তোমাকে বাঁচাবার জন্যে কি-না করে' গেলেন। আর তুমি—কি করে তাকে মারলে বাবা···

হরিশ। জগতে যেন ওই রকম অন্যায় আর না করতে পারে।

উমা। কোন অন্যায় মা করেন নি—কক্ষন না, চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা—বিধাতার সৃষ্টি মিথ্যা—কিন্তু আমার কথা কখন মিথ্যা নয়—তুমি ভুল—

হরিশ। কি! কি! ভুল! ভুল! ভুল। হাহাহাহা —হাহা Officer—পঞ্চাননবাবু! শুনতে পাচ্ছেন ভুল,

হরিশ। (উমার দিকে চেয়ে) মা! মা! মা!

বিহারী। শান্ত হও মা, শান্ত হও!

উমা। বাবা! বাবা!

হরিশ। Courage! Courage! sonny! Courage!

উমা। বাবা! বাবা!

হরিশ। Going my child. I am going, perhaps—never to return into your midst! Good night! Good night! Good night!

[হরিশ উমার দিকে জলভরা চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিহারী বাবুর অংশের নীচের ঘর, সামনে বারান্দা। ড্রয়িংরূমের মত, একধারে বইয়ের সেলফ্—অনেক বই সাজান—নানা রকমের আসবাব সামনের দিকে একখানা ইজি চেয়ার, পাশে একটা গড়গড়ায় কলকে সাজান—বিহারী-বাবু ইজি-চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছেন, পাশে আর একখানা চেয়ারে মিঃ রায় বিহারীবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

বিহারী। উমা তাহলে, ওটা সন্দেহ করেছে ?

মিঃ রায়। সন্দেহ কেন খুড়ো—সেত স্পষ্টই আমাকে জিজ্ঞাসা করলে···

বিহারী। কি জিজ্ঞাসা করলে ?

মিঃ রায়। যে দিন সেশনে মামলা উঠল, সেই দিনই সে আমাকে বললে, "রাইদাদা···আমারত আর টাকা নেই, মার যা-গয়না ছিল, সেত পুলিশ কোর্টেই সব দিয়েছি, থাকবার মধ্যে আমার এই হার ছড়াটা, মামলার খরচ চালাবার আমার আর শক্তি নেই"···

বিহারী। তাহলে সে এখনও জানে না যে, নির্ম্মল টাকাটা দিয়েছে।

হয়েছিল—ইতিমধ্যে তিনি কোথায় যে সরে পড়েছেন। ওই যে নির্ম্মল আসছে··· হ্যাঁ হে কিছু সন্ধান পেলে ?

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। কিছু না, আমি অনেক, অনেক চেষ্টা করেছি—কোন খবর করতে পারলাম না।

মিঃ রায়। পঞ্চাননবাবুকে—

নির্ম্মল। বলেছিলাম তিনি বলেন, যে এই বিটের constable অনেক রাত্তিরে এই বাড়ীটার কাছে-কাছে ঘোরা ফেরা করতে হরিশবাবুকে দেখেছে প্রায়ই···তারপর যে কোথায় চলে যায়, সে সন্ধান সে দিতেই পারে না।

বিহারী। তা হলে কথাটা সত্যি দেখছি !

মিঃ রায়। কি কথা খুড়ো ?

বিহারী। বাড়ীওলার সরকারটাও তাই বলে, যে মাঝে মাঝে এখানে আসে, আমি কিন্তু দেখিনি একদিনও···

মিঃ রায়। তা বাড়ীটার আশে-পাশে ঘোরেন, অথচ ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দেখা করেন না। অ !

বিহারী। এই জায়গাটাব স্মৃতি ভুলতে পাচ্ছে না। what a trajedy of human emotion !

নির্ম্মল। আমি পঞ্চাননবাবুকে বলেছি, তাঁর ঠিকানাটা যদি কোন রকমে বার করে দিতে পারেন। উমাকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সে জানে না। আমাকে একদিন বললে জেনেই বা তার লাভ কি ? আমি তার ভাবভঙ্গী দেখে চমকে গেলাম।

মিঃ রায়। হাহাহাহা—young man! চমকে যাবারই কথা, তাকে এখনও চিনতে পারনি নির্ম্মল—তাকে এখনও চিনতে পারনি, আজ প্রায় আট ন-মাস ধরে সে কি ভাবে যে রতনকে নিয়ে চালাচ্ছে জান?

নির্ম্মল। জানতে সে দেয় নি, তবে শুনেছি টিউসনি করে—গান শেখায়, দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে। মাঝে রতনের বড় অসুখ করেছিল মা দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তার সঙ্গেও একদিন দেখাও হয়েছিল—নইলে...I tried to help, সে তাতে অপমান বোধ করে।

মিঃ রায়। হ্যাঁ আমিও কয়েকবার গিয়েছি, বাপের এই ব্যাপারটার পর থেকে কার' স্নেহ দেখলেই সে বিদ্রোহ করে ওঠে। আমি তাকে টাকা দিতে গেছি, refuse করেছে, আর আমি তার দাদামশায়ের টাকায় বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়েছিলাম, সে তা জানে—তবু আমার কাছ থেকে-নিলে না।

বিহারী। আমিও—কদিন গিয়ে দেখা পায় নি—একদিন চুপি চুপি রতনের হাতে কিছু টাকা দিয়ে এসেছিলাম, উমা তখন ছিল না, সেই টাকা সেই রাত্তিরে আমার বাড়ীতে এসে ফিরিয়ে দিয়ে বলে গেল—"জেঠামশায় আর কখন এ-ভাবে স্নেহ দেখিয়ে আমায় ছোট করবেন না।" আমার চোখ ফেটে জল এল।

সরকার। আসে ? ওই যে ঘোরাণ সিঁড়িটা পিছনের, ওটার দরজাত আর বন্ধ থাকে না—সকালবেলা পরিষ্কার করতে মেথর আসে—কর্ত্তারা বলেন যে, যখন আসে, তখন পুলিশ দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিতে, বলুন তো, সে কি আমি পারি !

[হরিশবাবুর ঘরের দিক থেকে একটা কান্নার শব্দ উঠল—যেন কে গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠছে -"ওঃ ! ওঃ ! শব্দ"]

সরকার। ওই শুনছেন—ওই কখন এসে ঢুকেছে, অ্যাঁ কি করি মশাই, ওই দেখুন—ওই ! পুলিশ ডাকব কি, মশাই ভয়ে আমার পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে—

[বিহারী ও সরকার দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলেন। অন্যদিক দিয়ে হরিশ প্রবেশ করলে, সরকারও তাকে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট, ঠোঁট কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। বিহারী বাবুও একটু থতমত খেয়ে গেলেন।]

হরিশ। কাকেও ডাকতে হবে না সরকারমশাই, আমি যাচ্ছি, আর না হয় এখানে ঢুকব না...তবে কেমন থাকতে পারিনে, মনটা হু-হু করে ওঠে—জ্বলে যায়, তাই ফিরে-ফিরে আসি···ওই ঘরটাতে, ওঃ !

বিহারী। কেঁদনা, কেঁদনা, হরিশ ! বোস, বোস···

হরিশ। না না বসবনা, বসবনা, ধূমকেতু হয়ে গেছি... বিহারীদা ! ধূমকেতুর মত আগুন ছড়িয়ে চলেছি...যেখান দিয়ে যাই সব জ্বলে পুড়ে যায়।

বিহায়ী। শোন হরিশ...

নীরা। তা কেন বলব তবে...

দীপ্তি। তবে? তবেটা কি?

নীরা। টাকা থাকলেই মান-ইজ্জত বেশী থাকে...সে আমাদের কাছ থেকে হাত পেতে নেয় বলেই—তার মান ইজ্জত নেই, এই আর কি।

দীপ্তি। তোর এমন সব crude idea এটাত' সত্যি কথা যে, money is everything in this world—নইলে আমার মার এত খাতির societyতে কিসে, আর নির্ম্মলবাবুরই বা এত...

নীরা। গুমর কিসের: কেমন?

দীপ্তি। ইয়ারকি হচ্ছে।

নীরা। রাম কহো! সত্যিই বলছি ··

দীপ্তি। জানিস সে নির্ম্মলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে, অথচ—

নীরা। কেন দেবে না, সে তার class friend আজ তার এই অবস্থা বলে...এ কথা বলছিস দীপ্তি! নইলে উমাদির কাছে আমাদের সবারই মাথা নীচু করে চলতে হয়েছে।

[দীপ্তির-মা ও নীরার দিদি ওদের কথার মাঝখানেই প্রবেশ করলে]

দীপ্তির-মা। তুই বললে আমি বিশ্বাস করি, কক্ষণ না, গগন সহোদর ভাই নয়—মামলার সময় ওইটেকে ভাই বলে থাড়া করে—কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল।

নীরার দিদি। Scandal সত্যি হলে কি আর চাপা দেওয়া যায়।

দীপ্তির-মা। চাপা কে দিতে পারে...আমি যে আগে জানতাম না—

নীরার দিদি। থাকগে এখন ওসব কথা, চল তা হলে—চারটে বাজল—উনি আবার court থেকে এসে পড়বেন।

দীপ্তির-মা। তোরও তাড়া, আমারও ভাই তাড়া, আমাকেও আবার এখুনি partyতে যেতে হবে...নইলে বসে দু'টো গল্প করতাম ভাই।

দীপ্তি। partyতে যাবে? এখুনি যে···

(দীপ্তির-মা দীপ্তিকে চোখ টিপলে)

নীরা (একটু হেসে জনান্তিকে দীপ্তির প্রতি) কি! নির্ম্মল-বাবু আসবেন ত'···

দীপ্তির মা। কিরে দীপ্তি? নির্ম্মল এখন আসবে নাকি? মুস্কিল! আমরাত' কেউ থাকতে পারব না···এলে ফিরে যেতে হবে। তুই তাড়াতাড়ি সেরে নে···না হয় ফোন করে' দে, যে, আজ আমরা পার্টিতে যাব—

নীরার-দিদি। আচ্ছা তাহলে আমরা আসি ভাই···

নীরা। দীপ্তি!—Cheerio...

দীপ্তি। Cheerio... [নীরা ও নীরার দিদির প্রস্থান

দীপ্তির-মা। এত করে শেখালেও তোর যদি কোন আক্কেল

ভাল জানা ছিল উমাদির, তা সেত' উমাদির ভাইয়ের অসুখ বলে সুবিধে হল না।

নির্ম্মল। দু' একটা জায়গায় একটু খাপছাড়াও লাগল—মোটের ওপর it was a treat unquestionably, ভালই হয়েছে বলতে হবে...(নির্ম্মল একটা সিগারেট ধরালে)

দীপ্তি। আজ একটা নতুন গান আপনাকে শোনাব, শুনবেন ত' ?

নির্ম্মল। With pleasure...সেকি কথা...নিশ্চয় শুনব...

দীপ্তি। শীলাদের ওখানে যান নি...উমাদি কেমন আছে ?

নির্ম্মল। না—উমার সঙ্গে আজকালত' দেখা প্রায়ই হয় না...

দীপ্তি। কেন ?

নির্ম্মল। তার হয়ত অবসর হয় না...আর আমিও একমাস নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম...যাক্ গে উমার কথা—তুমি গাও... হ্যাঁ তোমার বাবা—

দীপ্তি। বাবার চারটে বাজলেই—বেড়াতে যাওয়া চাই-ই—

নির্ম্মল। ও—তাই—বটে !...তা কই গান শোনাও...

দীপ্তি। কি গান গাইব বলুন...

নির্ম্মল। এই যে বললে নতুন গান শোনাব !

দীপ্তি। অ ! হ্যাঁ ! গিয়েছি...হঠাৎ এখন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যে...

নির্ম্মল। কই না...

(পর্দ্দাটা সরানই রইল—উমা বাইরে যেখানে দাঁড়াল, সেখান থেকে তাকে প্রেক্ষাগৃহ হতে দেখতে পাওয়া যায়। বয় এল। অন্য দিক থেকে দীপ্তির-মা এসে উমাকে সঙ্গে করে চলে গেল। গান তখনও চলতে লাগল। পাশের ঘরের সামনে entrance হলের একধারে দীপ্তির মা ও উমা কথা কইছে)

দীপ্তির-মা। তোমার আগেকার যে টাকা পাওনা আছে, তাছাড়া, আমি তোমায় আরো এক মাসের টাকা দিয়ে দিলাম... দীপ্তির পড়ান বা গান শেখানর আমি অন্য ব্যবস্থা করছি... কেননা, তোমাকে আমাদের societyতে মেলামেশা···

উমা। that's all right বেশ...তা—টাকাটা আপনি রেখেই দিন, আমি গেল মাসে পড়াইওনি, ও আগের টাকাও আর—না থাক,···আমি চল্লাম...(উমা টাকাটা সামনের টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে রেখে চলে গেল! পূর্ব্ববর্ত্তী দৃশ্যের গানটা তখনও শোনা যাচ্ছে)

(আবার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় দৃশ্য। নির্ম্মল ও দীপ্তি সেই ভাবে দাঁড়িয়ে...এমন সময় দীপ্তির-মা স্পর্দ্ধিত-দর্পে পা ফেলতে-ফেলতে প্রবেশ করলে। নির্ম্মল সরে দাঁড়াল।)

দীপ্তির-মা। শুন্‌লি দীপ্তি...উমা—এসেছিল···মাইনের টাকা দিতে গেলাম—তার ওপর আরো এক মাসের টাকা দিলাম, টাকা গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। যত সব ইতর—অভদ্দর আমি তোকে বারবার বলেছি না—যে—এত স্পর্দ্ধা... কাল যে কি খাবে তার ঠিক নেই, অথচ তেজ দেখ একবার!

দীপ্তি। সে কি ? উমাদি···

দীপ্তির-মা। মা যার অমন ছিল—ছিঃ! আগে জানলে কি আমি তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিতাম···তোরাইত সব উমাদি ! উমাদি ! বলতে অজ্ঞান...আমার সন্দেহ ছিল...ওর মাও যেমন ছিল মেয়েও তেমনি।

(নির্ম্মল বড় অস্বস্তি বোধ করলে Button-holeএর ফুলটা নিয়ে হাতের মধ্যে দলে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কোন কথা না বলে—দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল।)

দীপ্তির-মা। নির্ম্মল ! নির্ম্মল ! শোন...শোন···তুমি... কি হ'ল...নির্ম্মল !

(দীপ্তির মা নির্ম্মলের পিছনে পিছনে চলে গেল)

(দীপ্তি দু'টো হাত মুখে চাপা দিলে কান্নার ভঙ্গীতে। বাইরে একটা মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। দীপ্তির-মা...আবার ফিরে এল !)

দীপ্তির-মা। তোর যদি কোন বুদ্ধি আক্কেল থাকে···

দীপ্তি। বারে, আমি কি করলাম—তুমি যেমন শেখালে আমিও তেমনিই করেছি...তুমি কেবল আমারই দোষ দেখছ, (চটকান ফুলটা তুলে) দেখনা রেগে কি রকম করে চলে গেল।

দীপ্তির মা। তুই সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারলি নি...আমি গেলাম ছুটে···চাকর দরোয়ান গুলো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল···

দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে একটা নীচু মারবেল পাথরের চৌকী তাতে পিঙ-পঙের জাল টাঙান। (রতন পিঙ-পঙের সাদা বল আর ব্যাট নিয়ে খেলছে নিখিলের-মা টেবিলের অন্য দিকে একখানা ব্যাট হাতে করে বসে আছেন)

রতন। তুমি কিচ্ছু পারনা মাসি, দিদি কেমন খেলতে পারে।

নিখিলের-মা। তা আমি কি ও-বল খেলতে পারি বাবা... তুই আপনি খেল না।

রতন। তোমার একটুও বুদ্ধি নেই মাসি...একলা বুঝি কখন খেলা যায়, দিদি যে পাশের ওদের বাড়ী যেতে বারণ করে গেছে,—হুঁঃ! একলা খেলা যায়!

নিখিলের-মা। তা আমি কি কখন বল খেলেছি রে...

রতন। বাঃ আমি একটা পিঙ করে মারব, তুমি একটা পঙ করে মারবে, এটা বুঝতে...নাঃ তোমার কিচ্ছু বুদ্ধি নেই মাসি। তুমি কিন্তু ভারি বোকা...হ্যাঁ...

নিখিলের-মা। হ্যাঁরে! তোর দিদি কখন আসবে?

রতন। আমাকে বলে গেছে যে, পাঁচটার সময় আসবে—পাঁচটাত বাজে...(টঙ-টঙ করে পাঁচটা বাজল ঘড়িতে)

ওই যে দিদি আসছে!

(উমার প্রবেশ—হাতে একটা বিস্কুটের বাক্স আর ব্যাগ .. মুখখানা ভার)

ক্রোধ অভিমান ভরে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে চিঠিখানা হাতের মধ্যে দুমড়ে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে···খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

নিখিলের-মা। কি হয়েছে মা···অমন করে উঠলি কেন ?

উমা। সই করতে হবে না, দরোয়ানকে বল, কাল সকাল দশটার সময় এসে টাকা নিয়ে যাবে দিয়ে দেব। [রতন চলে গেল।

বাড়ীটা ছেড়ে দেবার জন্যে নোটিশ দিয়েছে। দু'মাসের ভাড়া বাকী পড়েছিল, তাই।

নিখিলের-মা। হে ভগবান! আজ তোরও এই হাল··· হায়রে কপাল!

উমা। কপাল নয় মাসি, বুদ্ধির ভুল! (গলা থেকে হার খুলে নিয়ে) এই হারটা বিক্রী করে...

নিখিলের-মা। গলা থেকে হার খুলে বিক্রী করবি ?

উমা। কি করব মাসি। টাকা নেই ভাড়াত দিতে হবে।

নিখিলের মা। টাকা নেই ভাড়া দিতে হবে, তা হার বিক্রী করবি। কত টাকা ?

উমা। বারো ভরির হার আছে...যত পাওয়া যায়।

নিখিলের মা। হ্যাঁ মা তা একবার নির্ম্মলকে এ সময় বললে...

উমা। (হাসলে) পাগল হয়েছ মাসি...মামলায় নির্ম্মল টাকা দিয়েছে বলে...যাক্‌গে—আর নির্ম্মল আমার কে—যে তাকে বাড়ী ভাড়ার টাকার কথা বল্‌তে যাব।

(বাইরে দরজায় আবার কে রিঙ করলে)

তোমার কাছে·· তোমার অপমানে আমার অপমান হয় না ?

উমা। Not so loud my friend আস্তে···আমি সহায়-হীন, সম্বলহীন মা-বাপ-হারা ছোট ভাইয়ের হাত ধরে সংসারে চলেছি, আমি চাকরী করে টাকা না আনলে, আমার চলবে কি করে বল—এতে তোমার কেন অপমান হবে !

নির্ম্মল। কে তোমাকে ওই রকম চাকরী করতে বলেছে আঃ !

উমা। Not so loud my friend আহা ! আস্তে আস্তে...একেইত নানান কথা চারিদিকে · আবার এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে তুমি ওই রকম কর—আরো বেশ চারিদিকে রঙ বেজে উঠুক···

নির্ম্মল। বেজে উঠুক, ভয় কিসের ?

উমা। তোমার না ভয় থাকতে পারে, আমি মেয়েমানুষ গরীব, মা আমার যে ভাবে গেছেন—যাক্—আর যার জন্যে তোমার অপমান বোধ হয়েছে সে চাকরী ত কি কথা বলে মনিবরা একমাসের মাইনে দিতে এসেছিল···তা শুনেছ বোধ হয়···

নির্ম্মল। না আমার শোনবার কি আছে।

উমা। আছে বৈকি, যখন এসেছ শোন, আর বাকী টিউসার্মি দু'টো তাও গেছে—বাড়ীর মালিক দীপ্তির মামা, আজ এই খানিক আগে নোটিশ দিয়েছেন, কাল বাড়ী ছাড়তে হবে, যদি না ছাড়ি

তবে daily দশ টাকা ভাড়া এবং তাও সাতদিনের সময়, তাতেও যদি না ছাড়ি, তবে সাতদিন পরে এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে tress-passer বলে criminal করবে বলেছে। তোমার অপমান দীপ্তির সামনে বলে·· না ?···যাও—যাও···

নির্ম্মল। শোন—শোন···

উমা। কি শুনব···যার বাপ খুনে—যার মা কলঙ্কিনী, তার সংশ্রবে এলেইত তোমাদের societyর অপমান হবে···যাও বিরক্ত কর না আমায়···দরিদ্র বলে সাহায্য করতে এসে আর অপমান কর না···এই সংসারে একদিন, না, সে কথা শুনে তোমার কোন দরকার নেই···

নির্ম্মল। মা তোমাকে যে দিন আনতে গিয়েছিলেন, সে দিন গেলে ত আর এ সব...

উমা। তোমার বাড়ী কেন যাব বলতে পার—কেন যাব ? তুমি কি বলতে চাও যে রতনকে নিয়ে তোমার গলগ্রহ হতে যাব···

নির্ম্মল। আমি কি তোমার পর ?

উমা। পর কি আপন লোকে ব্যাভারেই বুঝতে পারে···

নির্ম্মল। আমার ব্যাভারে কি দেখলে...ছ-বছর এক সঙ্গে···লেখা পড়ার মধ্যে।

উমা। যেটুকু বাকী ছিল, আজই তা দেখেছি দীপ্তির বাড়ীতে, আমার অপমান তোমার গায়ে কতখানি বেঁধে...

নির্ম্মল। সেই অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে আমি কি করতে পারি বল...

নিখিল। I am the last person উমা! অতখানি দুঃসাহস আমার নেই...

উমা। তবে, কি ব্যাপার তাই বল, অতটা ভনিতা করতে নাই সময় নষ্ট করলে ··

নিখিল। তোমার এই দুর্দ্দিনে···

উমা। কে বললে যে আমার দুর্দ্দিন···

নিখিল। Sorry– কিন্তু মা গেছেন, তোমার বাবার এই অবস্থা, কিছুদিন আগে রতনের অতবড় অসুখ গেছে, তারপর এই বাড়ীর যারা মালিক তারা উঠ্‌তি নতুন বড় মানুষ, তারা যে কি ব্যবহার তোমার সঙ্গে করতে পারে বা পেরেছে, এটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়...তাই বলছিলাম···

উমা। কি আশ্চর্য্য কি বলছিলে—সেটাত এতক্ষণের মধ্যে বললে না, কেবল, অথচ সেই কথাটা ছাড়া আরো যা দরকার নেই, সেই সব কথাই বলে চলেছ।

নিখিল। এ অবস্থায় তোমার যাতে মান বজায় থাকে, সেই রকম একটা···

উমা। কি রকম সেটা ?

নিখিল। আমার পরিচিত একজন—তাঁর মেয়ের জন্যে গানের ও পড়াবার লোক খুঁজছেন—তুমি যদি রাজী হও, তাহলে এখনি সেটা হতে পারে···আমি নিজে তোমাকে কি সাহায্য করব—তবে তোমার সঙ্গে জানাশোনা আছে আমার, তাই তিনি আমাকে বলেছেন।

নিখিল। কালই কেন ?

উমা। বাড়ীর মালিকের হুকুম তাই···

নিখিল। ও বটে—তা হলে···

উমা। আচ্ছা চল আজই যাব···

নিখিল। হ্যাঁ হ্যাঁ শুভস্য শীঘ্রম্···(উমা পুনরায় চলে গেল)

[নিখিল সেই পথের দিকে চেয়ে ভ্রুকুঁচকে তাকালে তার-পর জানালার দিকে গিয়ে রাস্তার দিকে চাইলে। তারপর তর্জ্জুনী আঙুলটা ঠোঁটের কাছে চেপে ধরে একটা ভঙ্গীর সঙ্গে চাপা হাসি হেসে বললে "Ah ! my golden fish ! এখন জালে তুলতে"—(বাইরে থেকে রতন ব্যাট হাতে গানের দু' কলি গাইতে গাইতে ঢুকল···

(নেপথ্যে—উমা · "রতন এয়েছিস ?")

রতন। হ্যাঁ দিদি !

নিখিল। রতন ভাল আছ ভাই !

রতন। হ্যাঁ নিখিল-দা দিদি কোথায় ? (উমা ফিরে এল)

উমা। রতন ! আমি নিখিলদার সঙ্গে একটা কাজে যাচ্ছি,

রতন। কখন আসবে দিদি ?

উমা। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব, বেশী দেরী হবে না, আটটার মধ্যে কিন্তু ওখানে আমাকে যেতে হবে, এস নিখিল-দা...

(নিখিল ও উমার প্রস্থান)

(উমা আবার ফিরে এসে ডাকলে) রতন ! শোন ! তুই কোথায় যাস্‌নি ভাই আমি এখনি আসছি, কোথাও যেয়োনা ভাই !

রতন। তুমি দেরী ক'র না ··

নিখিল। না এখনি ফিরব।

(উমা ও নিখিলের প্রস্থান। রতন কেমন যেন সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নেপথ্যে—এ খোকা! তোমহার্ দিদি কোথায় চলে গেলো ?)

রতন। দিদি এখনি ফিরে আসবে। (রতন বাইরে চলে গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

মিঃ রায়ের বাড়ী। নীচের ঘর খানিকটা চেম্বারের মত, খানিকটা পারলারের মত সাজান। ঘরটা ছ-কোণা, পিছনের ব্যাক ড্রপে একটা দরজা, তার পাশের দেয়ালে একখানা ভারত-বর্ষের ম্যাপ টাঙান, বাঁদিকেও একটা দরজা ঘসা কাঁচের ফ্রেম আঁটা, ডান দিকে ছুটো জানালা স্ক্রীম রঙের ক্রীন দেওয়া, সেখান দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায়। ঘরের মেঝেতে একখানা প্রকাণ্ড গালচে পাতা, জানালার দিকে একখানা বড় সোফা, মাঝখানে ল্যাজার-সের বাড়ীর একখানা ছোট টেবিল, তার চার দিকে চারখানা অটোমান চেয়ার—বাঁ দিকে ছু'খানা মেহগির উঁচু চেয়ার। মিঃ রায় পিছনের দিকের অটোমান চেয়ারে বসে প্রকাণ্ড আলবোলায় তামাক টানছেন। সামনে টেবিলের ওপর কাচের টাম্বলারে মদ ঢালা—এক একবার পান করছেন। পাশের অটোমান চেয়ারে বসে নির্ম্মল কথা কইছে।)

নির্ম্মল। সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিনা।

মিঃ রায়। এস, এস, খুড়ো···শীলা তুমি বড় দেরী করে এসেছ আমরা সব বসে রয়েছি তোমাদের জন্যে···

বিহারী। দেরী আমার জন্যেই হয়েছে রাই, বুড়ো বয়সে দু'টো বেরাল-ছানা মুখে করে বেড়াতে-বেড়াতে প্রাণটা গেল কি কাপড় পরে' তোমার এখানে আসবে, তাও আমাকে বলে দিতে হবে...আরে বাপ কি কখন মা হয়

শীলা। না রাই দাদা বাবাই আমাকে বললেন, এ-খানা নয় ও-খানা...

মিঃ রায়। হাহাহাহা. বাপের যে তোমার কি পথ তা তোমরা কি করে বুঝবে দিদি ..ওরে বদরী—খুড়োমশাইকে তামাক দে ..

("আয়া হুজুর" ··বদরী আর একটা আলবোলায় তামাক দিয়ে গেল)

বিহারী। (তামাক টানতে টানতে) হরিশের মোকদ্দমায় তোমার কৌন্সিলীগীরি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি রাই ·· অত বড় সত্যিটা—

মিঃ রায়। খুড়ো—ভুল করছ, সত্যিই ত বলেছি···সত্যিকে কি কখন মিথ্যে করা যায়, না মিথ্যেকে কখন সত্যি করতে পারা সম্ভব...ও-ও একটা অভিনয় ..সত্যিটাকে ভুলিয়ে দিতে হবে···এ সংসারে মিথ্যের কেউ কখন জয় লাভ করে না ..

নির্ম্মল। তাহলেও—আপনার পাণ্ডিত্যই কেসটা win করেছে ··

টাঙিয়ে দিয়েছেন...এই-এই-এই রায় মহাশয়—কি রায় মহাশয় কথা কইছেন না যে, এখন ··

(সন্তোষ-শীলা ও নির্ম্মল ও-ঘরে হঠাৎ চলে গেল)

মিঃ রায়। ও-সব কথা এখন আর নাই তুললেন...

হরিশ। এই হাতটা you know, it is a diabolical murder...আর আপনি দিব্যি উল্টে দিলেন··· is it justice ? আমি বললাম, আমি খুন করেছি, আর···আপনি···

মিঃ রায়। সে সবত চুকে বুকে গেছে···

হরিশ। চুকে গেছে, কিন্তু বুক থেকে যায় নি, আমার অমন স্ত্রীকে···

মিঃ রায়! সে সব আর কেন...আসুন···কফি···খান...

হরিশ। By Jove! is it a greater stimulant ? ···কিন্তু চুকে-বুকে যাওয়ার পর, আবার খোঁজ করছিলেন কেন ? ফাঁসি থেকে বাঁচিয়ে শাস্তির পরিমাণটা বুঝি মনঃপুত হ'ল না মশায়দের অ্যাঁ ! am I insane,—আমি কি পাগল ?

মিঃ রায়। না - না আপনি পাগল হবেন কেন ?

হরিশ। তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, আর গগন বাধা দিতে গিয়ে মরল। হাহাহাহা...what is the truth ? আমি সত্যটা জগতের কাছে বলতে চাইলাম, আপনি সেটাকে··· আমার কথা গুলোকে ঢাক পিটিয়ে থামিয়ে দিলেন···যাক্ গে··· আপনি পান করছিলেন, না ? হাহাহা···মাতাল মানুষ, অনেক দিন খাইনি···একটু দেবেন ?

বাপ দিলে না, সে বাপের বাক্স থেকে সে টাকা চুরি করে ছেলেকে দেয়। আপনাদের justice এর বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, আচ্ছা দোষটা কার ? আমার স্ত্রীর নীলার সে সহোদর, এ আমি তাকে কখন নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি·· আর সে হতভাগা ছোঁড়াই বা-কি বেকুফ, বলুন তো ··

বিহারী। যা হয়ে গেছে, তারত' কোন ফিরে উপায়—

হরিশ। ওই জন্যেইত উপায় হয় না, কেবল মিথ্যা আর লুকোন, আর সব চাপা দেওয়া, খোলা-খুলি কিছু নেই, উপায় হবে কোত্থেকে · আর আমার শশুরটা ওই গগনের বাপ, কতখানি বেকুফ the idiot of a father-in-law···

মিঃ রায়। রাগের বশে ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, তাকে ত্যাজ্য পুত্তুর করেন—

হরিশ। রাগ—রাগ! হাঁ রাগ চণ্ডাল, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ছেলে বলে কথা, বলেন কি মশায়, ছেলে নিজের ছেলে—আর তার আর মুখ দেখলে না, আঁ। But I ask you who is the culprit—দোষটা কার ? যে টাকা না দিয়ে ছেলের সৎ-প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে তাকে চুরি করতে বাধ্য করালে কে অপরাধী, বাপ না ছেলে, কে ?—who is the criminal ? যে crime করালে, না—যে করলে, কে ?

মিঃ রায়। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

হরিশ। আর তার ফল, আমি আমার অমন স্ত্রীকে—নিরপরাধ—ওঃ! ওঃ! ওঃ!

বিহারী। দুঃখ করে আর কি হবে বল, অদৃষ্টে য'—

হরিশ। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! বাজে কথা, ভুলের দাম দিতে হবে, দেখুন আমার কিছু টাকা আছে ব্যাঙ্কে, সেই টাকাটা বার করে নির্ম্মল যে টাকা আমার এই মামলায় খরচ করেছে, সেটা ফিরিয়ে দেবেন। বাকী যা থাকবে, তা আধা-আধি ভাগ করে, গগনের বউকে তার যাতে মেয়েটাকে নিয়ে খাওয়া পরার কষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে—আর অর্দ্ধেক উমার কাছে দিয়ে দেবেন কেমন?

মিঃ রায়। বেশ ভাল কথা।

হরিশ। আরত' আমার কোন উপায় নেই—আমি যে কাজ করিছি...সে আগুন কখন নিভবে না, নিজে হাতে ঘরে আগুণ দিয়েছি বেড়া জালে নিজেই পুড়ছি ওকি। ওই আবার কাঁদছে—ওই! ওই। নিশ্চয় ও রতন। রতন! রতন! [নেপথ্যে দরোয়ান—"আরে কাহেকো রোতা হ্যায়—নেহি নেহি—এতনা ঘড়ি রাতমে, তোম্ কোন হ্যায়, তোম—আরে হা যা]

মিঃ রায়। বদরী কি হয়েছে?

হরিশ। নিশ্চয় ও রতন!

[নেপথ্যে—আরে কাঁহা যাতা হিঁয়া ভিক নহি মিলে গা"

(হরিশ লাফিয়ে উঠে) এই হারামজাদা আমার রতনকে বলিস ভিখিরী—তোর টুঁটা ছিড়ে ফেলব, খবরদার—উল্লুক! রতন! রতন!...

সন্তোষ। শোনবার সময় নেই, আপনি বুঝতে পারছেন না এ সব নিখিলের কাণ্ড…

নির্ম্মল। কি করা উচিত রায় মশায়, পঞ্চানন বাবুকে…

সন্তোষ। আপনারা বিবেচনা করুন গে, আমি চল্লুম…

মিঃ রায়। আগে পুলিশে খবর দেওয়া উচিৎ, আমি এখনি ফোন করছি— [মিঃ রায় উঠে টেলিফোনের জন্যে গেলেন।

সন্তোষ। আপনারা যা পারেন করুন, আমি দাঁড়াব না—

বিহারী। আহা শোন সন্তু…

সন্তোষ। শোনবার সে সময় আর থাকবে না…

(ছুটে চলে গেল)

হরিশ। রায় মশায়!

মিঃ রায়। Yes! P. K. 3097, পঞ্চাননবাবু, হ্যাঁ …উমাকে পাওয়া যাচ্ছে না—আমি যাচ্ছি আপনার ওখানে হ্যাঁ…হ্যাঁ…

হরিশ। রায় মশায়! এতদিন পাগল হইনি, এইবার পাগল হবার ঠিক সময় উপস্থিত—হাহাহাহা বাঁচিয়ে দিয়ে, কি মজাটাই হল—রায় মশায়, please…(বদরী আবার মদ এনে ঢেলে দিলে, হরিশ ঢক্-ঢক্ করে পান করলে) এইবারে মন পাগল হব এইবারে…

রতন। শীলাদি দিদিকে কোথায়—

হরিশ। কিছু না—কিছু না—(বোতলটা মাটীতে ফেলে দিলে)

খুঁজে তার পাইনে দেখা,

কি হবে প্রাণ সজনি!

খুঁজে তার পাইনে দেখা—

বিহারী। হরিশ! হরিশ! শোন শোন)

[বিহারী পিছনে পিছনে চলে গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

নাট্য সংস্থাপন

বাগান বাড়ীর সাজান ঘর। ব্যাকড্রপের পিছন দিকে একটা জানালা বন্ধ, আর একট খোলা। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের গাছ-পালা ও অন্ধকার আকাশ দেখা যায়। বাঁদিকে একটা দরজা, বন্ধ বাইরে থেকে। ডানদিকে দেওয়ালের কোণে একটা দরজা বন্ধ—সেইদিকে একখানা খাট পাতা—ঘরের মাঝে একটা গোল টেবিল—তার ওপর দু'টো গেলাস ও একটা decanterএ মদ ঢালা। টেবিলের কাছে খান দুই চেয়ার। অন্যধারে একখানা সোফা। (উমার পরণের কাপড়টা কোমরে বেশ করে জড়ান—দাঁড়িয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁসে—আর একধারে নিখিল)

নিখিল। (মদ্য পান করতে করতে) দেখ উমা, ও টিটকিরী

দিয়ে কথায় আমি ভয় পাবার ছেলে নয়—are you game or not ?

উমা। Am I a game bird, নিখিল দা—কি ভেবেছ তুমি ? তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে মিছে কথা বলে, এইখানে নিয়ে এসেছ ? বাড়ীতে পা দিয়েই সেটা আমি বেশ বুঝেছিলাম—তুমি জান যে আমার বাপ, মাকে খুন করেছে আর তারই মেয়ে আমি ? But I came prepared…

নিখিল। বেজায় ঝাঁঝ দেখাচ্ছ যে উমা, অনেক বুনো ঝাঁঝ এখানে কোন ঠাসা হয়ে দুমড়ে গেছে—

উমা। তোমার লজ্জা করে না

নিখিল। লজ্জা Fiddle-stick, লজ্জা দুর্ব্বলের জন্যে, I am more fierce than an wolf

উমা। অনেক বাঘ ভালুক আমার বাপ গুলি করে মেরেছে, I know how to tame an wolf

নিখিল। I want you, আমি তোমাকে চাই।

উমা। I see. ও। (তীব্রভাবে হাসলে।) হা হা-হা-হা।

নিখিল। আমার গ্রাস থেকে তোমাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না—রাজী হও—এই দরজার গোড়ায় name, fame, প্রতিপত্তি ও অর্থ আলগোছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার গলায় মালা দেবে বলে, আজ সোসাইটিতে তোমাকে হীন করে রেখেছে, কাল তুমিই হবে সোসাইটী-লেডি…

(নিখিল তাড়াতাড়ি দরজাটা টানতে গিয়ে দেখে বন্ধ, একবার এ-দরজায় যায়, আবার অন্য দরজায় যায়)

নিখিল। এই বেটা দেঁতো—দরজা খোল, দরজা খোল বলছি।

দেঁতো। (বিকৃত হাসির সঙ্গে) পুলিশ।

নিখিল। It's a bad business সর্ব্বনাশ করলে, এই বেটা হারামজাদা, বেটা খোল না···

উমা। পুলিশের নামে মুসড়ে যাও, and you consider yourself more fierce than an wolf—

নিখিল। (নিখিল ঘর থেকে পালাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল) একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে তোকে···

দেঁতো। পুলিশ, হাহাহ'হা—পুলিশ—

নিখিল। কি করি—না :—কি করি !

(এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল)

নিখিল। পুলিশে খবর দিলে কে ? ওই দেঁতো বেটা নিশ্চয়—এই ! আঃ···

উমা। Coward !

নিখিল। দোহাই উমা save me, I am done for···

উমা। বোস ওইখানে, চাবি কোথা ? (নেপথ্যে—"দরজা খোল, দরজা খোল, খুলবে না ভেঙে ঢুকবো")

উমা। শীগ্গীর চাবি দাও,—কে ?

উমা। But don't interuppt me—নিশ্চয় সন্তোষ এই-সব করেছে।

সন্তোষ। আমি করেছি মানে?

উমা। তোমার উদ্দেশ্য আমি জানি, নিখিলদাকে বিপদে ফেলা—

সন্তোষ। My God!

উমা। হ্যাঁ—তোমারই এ কাজ, তুমি শুধু-শুধু নিখিলদার পিছনে এ রকম করে' লেগেছ কেন বলতে পার?

পঞ্চানন। আপনি যা বলছেন, উমাদেবী সেটা আইনসঙ্গত নিশ্চয়ই, তবে—

উমা। তবে কি বলুন।

পঞ্চানন। সন্তোষবাবু আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, এবং আমাদের সঙ্গে করে যে এনেছেন, এটাও ঠিক। যদি সন্তোষবাবু out of jealousy এ কাজ করে থাকেন, তাহলে এটা তাঁর পক্ষে দু-রকমেই গর্হিত, এক পুলিশকে শুধু শুধু harass করা মিথ্যে সংবাদ দিয়ে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর উদ্দেশ্য যে ভাল, তা অন্ততঃ এতে প্রমাণ হয় না—কি হে নিখিলচন্দ্র, তুমি যে বেশ ভিজে বেরালটির মত বসে আছ—

নিখিল। আমি কথা কইব কি—আমি অবাক হয়ে গেছি, যে, শুধু শুধু এই সন্তোষবাবু আমার ওপর অযথা আক্রমণ, আর এ অপমান।

পঞ্চানন। হ্যাঁ শুধু-শুধু বটে!—দোষটা দেখছি, তবে সবই

সন্তোষের নিশ্চয়—কিন্তু উমাদেবী এ কাজটা লোকচক্ষে যে ভাল দেখাল তাত' মনে··

উমা। মনে নাইবা হ'ল—আমার বাবা যে দিন মাকে গুলি করেন, সেটাও লোক চক্ষে খুব ভাল দেখায়নি—

পঞ্চানন। মিঃ রায়, আমরা তাহলে এইখানেই ইতি করি—আমরা পুলিশের লোক হঠাৎ ত বিনা কারণে কাকেও arrest করতে পারিনে—তবে উমাদেবী একটা কথা আপনাকে বলে যেতে চাই—

উমা। কি বলতে চান বলুন—আপনি, মিঃ রায় বা নির্ম্মল আমার পিতার বিপদের সময় অনেক সাহায্য করেছেন, এমন কি তাঁকে বাঁচিয়েও দিয়েছেন, তাই বলে যে—

পঞ্চানন। least of all সে কথা ছেড়ে দিন, আমাদের যা কর্ত্তব্য, তা আমরা করেছি মাত্র। আসুন সন্তোষ বাবু।

সন্তোষ। চলুন দোষটা সব আমারি তবে উমা, but I will see to it···

উমা। ভয় দেখাচ্ছ কাকে সন্তোষ—what would you see, pray, কি দেখবে তুমি?—আমাকে কি পেয়েছ তোম!—

সন্তোষ। কিছু নয় উমা! I beg your pardon—

(পঞ্চানন, জমাদার, পাহারাওলা ও সন্তোষের প্রস্থান)

নিখিল। মিঃ রায়—

মিঃ রায়। yes!

নির্ম্মল। আর বোঝবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই—

উমা। প্রয়োজন নেই ত ?

নির্ম্মল। না—

"কোথায় হে নির্ম্মল তুমিও কি জমে গেলে নাকি—

নির্ম্মল। আজ্ঞে না যাই—

উমা। নির্ম্মল ! নির্ম্মল !

নির্ম্মল (ফিরে) আবার কি ?

উমা। কিছু নয়—প্রয়োজন নেই—

নির্ম্মল। ভাল— [নির্ম্মল চলে গেল।

উমা। উঃ। নিখিলদা আমার সব গেল। (মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল) তারপরই সোজা হয়ে মাথা তুলে উঠে বললে :—না না নিখিলদা, কিছু যায় নি, কিছু যায় নি—

(নিখিল টেবিলের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—উমা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল তারপর ধীরে ধীরে নিখিলের দিকে এগিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে বললে—)

উমা। নিখিলদা ! ওকি ! নিখিলদা !

(নিখিল মুখ তুললে না, আরো কাঁদতে লাগল)

নিখিলদা শোন - আমাকে—

নিখিল। একি করলে উমা—একি করলে—আমার জন্যে

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য (প্রথম অংশ)

[গঙ্গার ধারে বাগান বাড়ী শীলার জন্মতিথি উপলক্ষে এই বাগান বাড়ীতে বন-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিছন দিকের ব্যাকড্রপে বাগানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে গঙ্গার জল ও সূর্য্যাস্তের আকাশ দেখা যায়, ডানদিকের কোণে বাগানের পোর্টিকো দেখা যায়, তার নীচে খান তিনেক চেয়ার পাতা, একখানা ছোট টেবিল। যবনিকা ওঠবার পূর্ব্বে একটা বাজনার সঙ্গে গানের সুর অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেতে লাগল, যেন খানিকটা দূরে গানটা হচ্ছে। যবনিকা উঠল। দেখা গেল সেই চেয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা কইছে। দীপ্তি ও দীপ্তির-মা]

দীপ্তি। কেন আমার সাজটা কি ঠিক হয় নি মা?

দীপ্তির মা। ফুলগুলো একটু ও-ঘরে গিয়ে আরসির কাছে ঠিক করে নে বুঝলি, নীরা কি সাজবে?

দীপ্তি। রতি! আর আমি মদন।

দীপ্তির-মা। হ্যাঁরে উমাটা আসবে না কি, শীলার কাছে কিছু শুনিছিস্?

দীপ্তি। উমার নিমন্তন্ন হয়েছে শুনলাম।

দীপ্তির-মা। আর কে-কে ?

দীপ্তি। শীলা, রেবা আরো অনেক...

দীপ্তির-মা। শোন যখনই নির্ম্মলকে দেখবি, তখনি তাকে চোখে চোখে রাখবি, বুঝেছিস এ রকম সুযোগ আর হবে না, বুঝেছিস, ওই নীরার দিদি আসছে খুব সাবধান, ও বড় কম নয় —কিন্তু উমা আসবে ঠিক জানিস ?

[কথা কইতে কইতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংশ

[নেপথ্যে গানটা তখন হচ্ছে]

ভালবাসা কি লুকিয়ে রাখা যায়,
বাতাস যেমন যায় না দেখা,

(শীলা ও নীরার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

(শুধু) পরশ করে গায়—
(শুধু হাওয়া লাগে গায়)
যে যারে সে ভালবাসে,
গন্ধ যে তার হাওয়ায় ভাসে

[নীরা ও শীলা কতকগুলো ফুল হাতে করে গাইতে গাইতে চলে গেল দৃশ্যটা ঘুরে গেল।]

দেখলে তারে লাগে ভাল,
(ওসে) কেমন-কেমন চায়।
ভালবাসা কি লুকিয়ে রাখা যায়।

[নীরা আবার ঘুরে এল]

(অন্যদিক দিয়ে দীপ্তি ও দীপ্তির-মার প্রবেশ)

দীপ্তির মা। কি নীরা তোমার সাজ গোছ হয়ে গেছে ?

নীরা। হাঁা হয়ে গেছে, আমার কিন্তু এমনি লজ্জা করছে···

দীপ্তির মা। লজ্জা আবার কিসের···

নীরা। ওই ওদের সামনে নাচ···লজ্জা করে না !

দীপ্তি। সেদিন কলেজের ষ্টেজে ত' নাচ্‌লি আর এখানে অমনি...নাচতে বসে আর ঘোমটা কেন—দেখিস পার্টটা খারাপ করিস নি যেন···

নীরা। কে জানে, সত্যি দীপ্তি এ আমার ভাল লাগছে না

দীপ্তির-মা। চল্ চল্ ও-গুলো ঠিক করে নিবি ··আয়··· দেরী করিস নি আর, আয়—　[দীপ্তি ও দীপ্তির-মার প্রস্থান।

[নীরার দিদির প্রবেশ |

নীরা। আচ্ছা দিদি ! এটা কি ঠিক হচ্ছে···

নীরার দিদি। ঠিক আবার অঠিক কি...যা দিনকাল পড়েছে, oppertunity—সুযোগ ত নিতেই হবে···আগের দিনত আর নেই--তোকে আমার সাধ্যমত আমি মানুষ করেছি, এখন কোন রকমে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই আমি বাঁচি—ওই যে নির্ম্মল এদিকে আসছে, আমি ওদিকে যাই বুঝলিত ? দীপ্তির মা কি আর শীলার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে এসেছে—আমি ওদিকে যাই—

নীরা। যখন প্লে হবে, তখন দেখতে পাবেন…

নির্ম্মল। ও আগে জানলে বুঝি illusionটা ভেঙে যায়—

নীরা। না মায়ার রূপটা ঠিক রচা যায় না।

নির্ম্মল। ও, I see সবটাই মায়ার খেলা। (এমন সময় বেলটা বেজে উঠল)

শীলা। চলুন, চলুন—এইবার সব আরম্ভ হবে।

নীরা! Enough time শীলা…এইত সবে first bell দাঁড়াও আগে দীপ্তির গান সুরু হবে—তবে ত. আমি যাব পরে।

নির্ম্মল। এ পালাটা রচনা করেছেন কে ?

নীরা। কি আশ্চর্য্য—আপনি কিছুই জানেন না, নাকি ?

নিম্মল। কি করে জানব বল—

(এমন সময় আবার দ্বিতীয় বার bell ring করে উঠল)

শীলা। চলুন—চলুন…প্লে আরম্ভ হয়ে যাবে…

(নিম্মলকে নিয়ে শীলাব প্রস্থান। অন্যদিক দিক দিয়ে নীরার দিদির প্রবেশ ও অস্বস্থির ভঙ্গীতে নীরাকে ডাকলে)

নীরার দিদি। তুই একটা আস্ত idiot…আমি আড়াল থেকে দেখেছি, তোর ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে…

নীরা। বুদ্ধি থাকবে কি দিদি, দেখে শুনে বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে…শীলা ত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল…

নীরা। না না দিদি ডাকছে, এখুনি আমায় প্লেতে যেতে হবে, কি করেন যে তার ঠিক নেই, একটা nuisance, যেমন চেহারা—আবার Vauxhall গাড়ী দেখাতে এসেছেন—যান্-যান্

[নীরার প্রস্থান।

যুবক। শুনুন···শুনুন আমি আপনাকে · love ··

[পিছনে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

[যবনিকা যখন উঠল তখন খুব অস্পষ্ট আলো, তার মধ্যে থেকে দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে আগুন তার মধ্যে পার্ব্বতী নৃত্য করছে, ক্রমে আলো বাড়লে দেখা গেল—বাঁদিকের কোণে মহাদেব ডমরু নিয়ে বাজাচ্ছেন, পার্ব্বতীব নৃত্যের সুরু থেকে গান চলেছে—মহাদেবও নৃত্য করছেন ..

রঙ্গমঞ্চের বাঁ-দিকে দর্শকরা বসেছেন—দর্শকদের মধ্যে নির্ম্মল, শীলা ও সন্তোষ একদিকে, তার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দীপ্তির-মা ও নীরার দিদি, তার পিছনে আরো দর্শক আছে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ থেকে তা দেখা যাবে, এই ভাবে সাজান।

(দু'জন পার্ব্বতীর সখি-রূপে গান ও নাচতে নাচতে প্রবেশ)

(গান)

অগ্নি নৃত্যে নাচে হর-পার্ব্বতী।
রভসে দাঁড়ায়ে হেরে মদন রতি।

(নাচে হর পার্ব্বতী)

টলমল ধরাতল, দলমল কুন্তল,

আয় ভোমরা খেলবি যদি
ফুলের ব্যাসাতি…

* * *

গুণ-গুণ-গুণ ভোমরা ডাকে
রূপ ধনুকে জোড় গুণ—
ফুরে-ফুরে ওই ফাগুণ হাওয়ায়
জ্বাল মনে সেই আগুন

[গান ও নাচ হতে হতে মদন ধনুর্ব্বান নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মহাদেবকে বান মারবার জন্যে—]

(নেপথ্যে ডাক—"হে মদন ! হান বান—হান বান" মদন বান লক্ষ্য করে ছুঁড়তে গেল, তখনও রতি গাইছে—ফুলের বান কিন্তু মহাদেবের বুকে গিয়ে পড়ল না, পড়ল গিয়ে নির্ম্মলের গায়ের ওপর। নির্ম্মল একেবারে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেল, শীলাও সঙ্গে সঙ্গে গেল—ওদিকে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা হাস্য ধ্বনি উঠল—রঙ্গমঞ্চ তখন অন্ধকার হয়ে গেল।]

ষষ্ঠ অংশ (দীপ্তি ও নীরার প্রবেশ)

দীপ্তি। আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে…

নীরা। ও ভাবে মরাটা অবিশ্যি সনাতন প্রথা…but not at all modern-মাথাটাই শুধু টীপি হয়ে যায়…well, let us hope aganist hope…

দীপ্তি। তুই যদি ওই গানটা হঠাৎ ওই রকম করে না ধরতিস,…তাহলে…

আমি ঠিক পছন্দ করতে পারিনি, আমার মনে হয় কি জান, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে, যাক গে—ওসব আলোচনা করাটাও আমি . আমি তাহলে এখন—

শীলা। বসনা, সারাটা দিনইত ওরা তোমায় ঘিরে রেখেছিল, একটুখানি একলা হতেও দেয়নি, সত্যি—

নির্ম্মল। (হাসলে)

শীলা। হাসলে যে ?

নির্ম্মল। মানুষ শত আগ্রহে যাকে আপনার করতে চায়, সে ততই দূরে সরে যায়, আর যার ওপর কোন আগ্রহ মানুষে করে না, সে ততই কাছে কাছে আপনার হতে চায়—

শীলা। আপন-জনকে যে মানুষ আপনিই চিনে নেয়—

নির্ম্মল। না শীলা, সহজে মানুষকে চেনা যায় না—

শীলা। ভুল বলছ, চিনতে চায় না—উমাদি বেশ একটা গান গাইত।

নির্ম্মল। কি গান ?

শীলা। উমাদির মত কি আমি গাইতে পারি কখন—

নির্ম্মল। আচ্ছা শীলা তোমার কথায়-কথায় তোমাদের উমাদির সঙ্গে সব বিষয়ে তুলনা কর কেন বলতে পার—

শীলা। It's a fact যে উমাদির সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না।

নির্ম্মল। সমস্ত cultureএর সেই কি একমাত্র criterion না কি ?

শীলা। আমরাত তাই মনে করতাম—but her affairs with নিখিলদা—

নির্ম্মল। থাক্ ওসব কথা…

শীলা। দীপ্তির যদি কোন আক্কেল থাকে—ridiculous

নির্ম্মল। Let us drop the matter, of course it is silly…আমি কি বুঝিনি ওদের—তোমার দাদা কবি মানুষ কি না—

শীলা। ওই দীপ্তির জন্যে আর যাদের-যাদের নেমতন্ন করেছিলাম, তারা কেউ আসেনি—

নির্ম্মল। না এসে তাবা ভালই করেছেন বলতে হবে—তাঁরা বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই!

শীলা। উমাদিকে ওরা—

নির্ম্মল। যাক গে, ও কথা শীলা—আমি এক দণ্ডও এখানে টেঁকতে পারতাম না—শুধু তোমার জন্যে…

শীলা। চল ওদিকে গিয়ে আমরা বসি, এখানটা বেশ নিরিবিলি—এদিকে এখন আর কেউ আসবে না—ওই যে কামিনীগাছের ঝোপটা—ওখানে একটা বসবার জায়গা আছে—

নির্ম্মল। থাক্ এখন আর বসব না শীলা—আমি কাল তোমাদের ওখানে যাব—অনেক দেরী হয়ে গেছে, মা হয়ত—কাল তোমাদের ওখানে আসতে পারেন—

শীলা। তুমি আসবে না—

নির্ম্মল। আসব ত' বল্লাম—তবে সত্য কথা যদি শুনতে

সুর শোনা যাচ্ছে না—তা হলে এখন ওঠা যাক—খুড়ো আর দেরী করব না—

বিহারী। আচ্ছা রাই—চল তা হলে দেখিগে…

(দু'জনে উঠলেন তখন আবছায়া অন্ধকার হয়ে গেছে)

মিঃ রায়। তা খুড়ো যদি আমায় কথাটা পাড়তে বল, আমি একবার নির্ম্মলকে বলতে পারি—

বিহারী। নির্ম্মলের মার কাছে আমি কথাটা বলে পাঠিয়েছিলাম, তিনি শুধু বলেছেন - ছেলের যা মত হবে, আমি তাই করব—

মিঃ রায়। নির্ম্মলকে তুমি কিছু বলনি তো ?

বিহারী। না আমি নিজে কোন কথা বলিনি—

মিঃ রায়। আচ্ছা চল আমি কালই ওকথা বলব—আর যখন শীলার তাই ইচ্ছে (কথা কইতে কইতে অগ্রসর হ'ল)

বিহারী। ওরে গড়গড়া দু'টো নিয়ে যাবে ··

বিহারী। হ্যাঁ দেখ রাই আমি তোমায় এতক্ষণ বলিনি যে, হরিশ আমার ওখানে সেদিন এসেছিল, সে তার ছেলে মেয়েদের দেখতে চায়।

মিঃ রায়। তা তিনি থাকেন কোথায় ? আমাকে সেই ব্যাঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আর ত এদিকে আসেননি। তিনি নিজে যান না কেন—তা তিনি যান না কেন ?

বিহারী। লজ্জা ভয়ে সে দেখা করতে চায় না—আমি ভেবেছিলাম যে, উমা রতন এখানে আসবে—তা তারাত আসতে

হরিশ। অসুখ-অসুখ কি অসুখ? অ! মাটা গেছে। মেয়েটাও যাবে, অ্যাঁ—যাবে, অ্যাঁ—চড়াইয়ের বাসার কুটো-গুলোও পুড়িয়ে দিয়েছিলাম—আজ আমার কুটো দুটোও থাকবে কেন? আমি কি করব—আমি কি করব—আমি কি করব—ওহো ওঃ!

মিঃ রায়। হরিশবাবু, শান্ত হোন্, অমন hopeless হলে, কি হবে বলুন—অসুখ করেছে সেরে যাবে ভয় কি?

হরিশ। আবার—আবার—রায় মশায়, শান্ত হওয়ার কথা বলছেন, ভয়-ভরসা আর আমার কিছুই নেই, আমার অপরাধের শাস্তির মাত্রাটা কেমন বাড়তে চলেছে তা বুঝতে পারছেন, আপনারই জন্যে তা বুঝতে পারছেন?

বিহারী। ও কথা ছেড়ে দাও হরিশ, তুমি কি উমাকে দেখতে যাবে—তাহলে আমি না হয় সঙ্গে করে নিয়ে—

হরিশ। অ্যাঁ! যাব? দেখতে যাব বেহারী দা? আমাব নীলার মেয়ে, আমার মেয়ে, অ্যাঁ যাব, যদি ঢুকতে না দেয়?

বিহারী। কে ঢুকতে দেবে না, তুমি চল আমার সঙ্গে, আমি তোমায় সঙ্গে কবে নিয়ে যাচ্ছি।

হরিশ। যাব? অ্যাঁ যাব? আমার উমাকে দেখতে যাব বেহারী দা? বাড়ীটার আশ-পাশে আমি রাত্রে অনেকদিন ঘুরেছি, লজ্জায় দেখা করতে পারিনে, না, তারা কি দেখা করতে দেবে?

নিখিলের মা। ডাক্তারের ওখানে গেছে, শুনছিলাম যে গায়ে রক্ত নেই—রক্ত দিতে হবে...

নির্ম্মলের মা। রক্ত দিতে হবে ? কে দেবে ?

নিখিলের মা। নিখিলই বোধ হয়।

নির্ম্মলের মা। (উমার মাথার শিয়রে বসে) কি কষ্ট হচ্ছে মা, উমা ?

(উমা কোন কইলে না)

[ডাক্তার সিরিঞ্জ হাতে—রক্ত দেবার ব্যবস্থা করে এসে দাঁড়ালেন, পিছনে নিখিল।]

ডাক্তার। ভয় পাবেন না নিখিলবাবু—

নিখিল। না, ভয় নয়, তবে···

ডাক্তার। দেখি গায়ের কাপড়টা একটু সরিয়ে ধরুন ত।

(নির্ম্মলের মা ও নিখিলের মা দু'জনে উমাকে ধরলেন)

নির্ম্মলের মা। কে ? (মাথার কাপড় টেনে দিলেন)

(দরজার পর্দ্দা সরিয়ে হরিশ উঁকি মারলে, নিখিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।)

নিখিল। একি ! আপনি ! আপনি !

হরিশ। আমি একবার দেখব।

নিখিল। ইনজেকসন্ দিচ্ছেন অসুখ বড্ড বেশী, এখন ও-ঘরে বসুন—

হরিশ। একবার···

নির্ম্মল। না না—রক্ষে করুন···আপনাকে···

হরিশ। অ···আমি···(সরে গেল)

ডাক্তার। ব্যাপারটা কি—নিখিলবাবু ?···

নিখিল। চুপ করুন...

ডাক্তার। ধরুন ত এটা···হ্যাঁ.. অমনি করে...(ইন্‌জেকশন দিয়ে সিরিঞ্জ মুছলে)

(আবার হরিশ পর্দ্দা সরিয়ে এগিয়ে আসছে দেখে নিখিল আবার এগিয়ে গেল।)

নিখিল। করেন কি···না না···আপনি বসুন···আপনাকে দেখলে ভয় পাবে .

হরিশ। ভয় পাবে···আমি একবার দেখা—সে আমার মেয়ে আমার উমা—আমি ··

নিখিল। আপনি বুঝতে পারছেন না · একটা sudden shock···

ডাক্তার। এখন গোলমাল না হওয়াই ভাল—দেখুন অবস্থাটা···

হরিশ। অবস্থাটা ভাল নয় তা আমি জানি · তবে একবার দেখব ··আমার মেয়ে যে ··

নিখিল। বেশ ত একটু সুস্থ হোক্ ··আপনি ও ঘরে বসুন

(হরিশ আবার চলে গেল)

নিখিল। কি বুঝছেন ?

ডাক্তার। ভয় নেই নিখিলবাবু ঘরের আলোটা কমিয়ে

আজই সেরে ফেলি। নির্ম্মলের হাতে যে মেয়েটীকে দিতে পারব, এতে যে আমার কি আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে জল আসছে আজ যদি শীলার মা—

নির্ম্মলের মা। আমারও আজ সেই কথাই মনে আসছে, বংশে ওই শিবরাত্তিরের সলতে—আচ্ছা, আমি ঠাকুর মশাইকে ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি বোধ হয় দাওয়ানজীর ঘরেই আছেন। ওরে কে ওখানে আছিস ঠাকুর মশাইকে আসতে বল।

বিহারী। আমি দেখেছি বেলা চারটের পর বেশ ভাল দিন, তায় তিথিটাও ত্রয়োদশী।

নির্ম্মলের মা। ওই যে ঠাকুর মশাই এসেছেন।

(ঠাকুর মশাইয়ের প্রবেশ)

আসুন আমি নিমুর বিয়ের সব ঠিক করেছি আজকের দিনটা যদি···

ঠাকুর। আজ্ঞে বেলাচারটের পর ত' বেশ ভাল দিন আছে···

নির্ম্মলের-মা। আচ্ছা তাহলে' যা-যা ব্যবস্থা করতে হবে দাওয়ানজীর কাছে ঠিক করে ব্যবস্থা করে দিন গে ..

ঠাকুর। আজ্ঞে আচ্ছা···বেশ···

নির্ম্মলের-মা। নিমু আসুক...কথা আমি দিলাম—তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা একবার দরকার···আমি খানিক পরে সে এলে আপনার ওখানে খবর পাঠাব এখন? আজকে তার পরীক্ষার ফল বার হয়েছে—সেই জন্যে সে গেছে।

বিহারী। আচ্ছা, তা'হলে আমি এখন আসি···নমস্কার!

নির্ম্মলের-মা। নমস্কার! আসুন! নিমু এলেই সব ঠিক করব...　　[নেপথ্যে পূজোর কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল]

চলুন—আমিও ঠাকুর ঘরে যাব।

হ্যাঁরে নিমু এয়েছে...　　[সকলের প্রস্থান।

(আবার নির্ম্মলের মার সঙ্গে দীপ্তির মা ও দীপ্তির প্রবেশ)

নির্ম্মলের মা। অ! এস! এস! অনেকদিন তোমাদের দেখিনি···তা তোমরা একটু বোস আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসি...

দীপ্তিব মা। এস দিদি এস···তার আর কি আমরা বসছি...

[নির্ম্মলের-মার প্রস্থান।

দীপ্তির মা। শোন যা-যা শিখিয়ে দিলাম বুঝলি।

দীপ্তি। আচ্ছা মা আমি কি যে, আমাকে নিয়ে এমনি ফেরি করে' বেড়াবে।

দীপ্তির মা। এমন ঘর বর হবে না, লক্ষ লক্ষ টাকার একলা মালিক, নির্ম্মলের মত...। (নির্ম্মলের গেজেট হাতে প্রবেশ)

এই যে নির্ম্মল, এস ভাল আছ।

নির্ম্মল। হ্যাঁ, মা এখানে ছিলেন না?

দীপ্তির মা। তিনি ঠাকুর ঘরে গেলেন।

নির্ম্মল। অ!　　[প্রস্থান।

দীপ্তি। দেখলে ত...কি রকম করে 'তাকালে—এখন' তার রাগ...

দীপ্তির-মা। চুপ...থাম...পুরুষ মানুষের আবার রাগ...

দীপ্তি। আমি কিন্তু এখানে বসে থাকতে পারব না... তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বোস ..

দীপ্তির-মা। চুপ—চুপ...আঃ (নির্ম্মলের মার প্রবেশ)

নির্ম্মলের-মা। বোস-বোস-বোস মা · ভাল আছ সবাই।

দীপ্তির-মা। তোমার আশীর্ব্বাদে সব...

নির্ম্মলের মা। সেদিন গিয়েছিলাম তোমাদের ওদিকে উমাকে দেখতে ··অনেক রাত হয়ে গেল বলে আর তোমার ওখানে যাওয়া হল না...

দীপ্তির-মা। উমার ওখানে ? সে কি ?

নির্ম্মলের-মা। কেন ? কি হয়েছে ?

দীপ্তির-মা। না কিছু না...যাক দিদি ও সব কথা...

নির্ম্মলের-মা। কেন কি হয়েছে দীপ্তিরমা...

দীপ্তির-মা। সেখানে তুমি কি করে গেলে !

নির্ম্মলের-মা। কেন ··তার বড় অসুখ করেছিল তাই দেখিতে গিয়েছিলাম...

দীপ্তির-মা। তা দিদি আমি আর না বলে থাকতে পারলুম না...তোমার সেখানে যাওয়াটা কি...ভাল...

নির্ম্মলের-মা। কেন...উমাত'।

দীপ্তির-মা। তার নাম মুখে আনতে লজ্জা হয় দিদি...

সেত সেই কে একটা সিনেমার ছোঁড়া···চাল চুলো নেই · তার সঙ্গে...

দীপ্তি। ও সব কথার দরকার কি মা...

দীপ্তির-মা। সবাই ত জানে দিদি সে ওর—মা-টা কি বলে ..সেই—সেত আর চাপা থাকে না—

নির্ম্মলের। তা সত্যি কি আর চাপা থাকে কখন...

দীপ্তির-মা। এ্যাই বলত'—ভাই বলে পরিচয় দিলেই লোকে অমনি···ছিঃ ছিঃ যেমন মা'টা ছিল তেমনি মেয়েটাও—

নির্ম্মলের-মা। অ! তাহলে তোমরা এস, নিমু বোধ হয় এসেছে, তার সঙ্গে একটা দরকারী কাজ আছে—আমি এখন আর বসতে পারব না—নিমু এয়েছিস—(নেপথ্যে হ্যাঁ মা।)

নির্ম্মলের-মা। শোন তো... [নির্ম্মলের মার প্রস্থান।

দীপ্তি। কেমন হ'ল তো···

দীপ্তির-মা। আচ্ছা! [প্রস্থান।

(নির্ম্মল ও নির্ম্মলের মার পুনঃ প্রবেশ)

নির্ম্মল। ওদের বিদেয় করেছ...স্পর্দ্ধা দেখ...

নির্ম্মলের-মা। যাক্‌গে ওদের কথা, আমি বেহারী বাবুকে কথা দিয়েছি।

নির্ম্মল। তুমি একেবারে কথা দিয়ে দিলে কি রকম? তুমি এমন মুস্কিলে ফেল···

নির্ম্মলের-মা। মুস্কিলটা কি বিয়ে করবি ভাল মেয়ে...তোর অপছন্দও নয়।

মা। ওসব বড়-বড় কথা রেখে দে—আমার ঋণ তুই ছেলে শোধ কর, আর আমার কোন কথা নেই—

নির্ম্মল! মা আমায় ভাবতে দাও।

মা। আচ্ছা তারপর আমি আর কোন কথা শুনব না কিন্তু, ওই দেখ, কি বলছে—ও ছবি নয় আমার ও আমার জীবন্ত··· মাতৃঋণ শোধ কর— [প্রস্থান।

[নির্ম্মল একটুখানি দাঁড়িয়ে তারপর এগিয়ে গিয়ে ডাকতে ডাকতে গেল "মা শোন, মা! মা!"]

চতুর্থ দৃশ্য

নাট্য সংস্থাপন

উমার কক্ষ। বেশ সাজান ঘর। ডানদিকে একটা জানালা খোলা, পিছনের ব্যাকড্রপেও একটা বড় জানালা খোলা। সেই দিকের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ ও গাছপালা দেখা যায়। একটা লতানে ফুলের গাছ জানালার ওপর এসে পড়েছে, তাতে ফুল ফুটে রয়েছে। পিছনের সেই জানালার দিকে ভোরের আকাশ তখনও সূর্য্য ওঠেনি। সেই জানালার ধারে একখানা খাট। খাটের একপাশে দু'খানা চেয়ার ও একটা ছোট টিঘর বাঁ'দিকের দেয়ালে দু'টো দরজা আগের মত নীল পর্দ্দা ঝুলছে। ডানদিকের দেয়ালে উমার মার (নীলার) ছবি টাঙান, ছবির ঠিক নীচে একখানা মার্ব্বল পাথরের ছোট টেবিল... টেবিলের ওপর ফুলদানীতে ফুল সাজান। খাটের মাথার দিকে

একটা হোয়াট নট (What not) তাতে নানাবিধ ওষুধের শিশি সাজান—একটা মেজার গ্লাস—একটা পেয়ালা পিরিচ চাপা দেওয়া রয়েছে। খাটের সামনের মেঝেতে একটা খুব বড় বাঘ ছাল পাতা। ঘরের জানালার ফাঁকে ফাঁকে দেয়ালের গায়ে ছবি টাঙান। ঘরটার প্রথম অবস্থায় আবছায়া অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে উমা আস্তে আস্তে এদিক ওদিক করছে, দু'একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে দু-একটা লাইন গান আপন মনে মনে সুর করতে লাগল।

গান

(তুমি) সে কথা ভুলিলে কি করে'
আজ যে বাতাশে সখা কাণাকাণি' করে।
সেই সে প্রথম দেখা—
কত মনের আশা লেখা'
তুলিতে সে রূপরেখা
আঁকা থবে থরে···
ভুলিতে ভুলে যে গেছি
আমি ভুলি কি করে'।
সে কথা ভুলিলে কি করে···
সখা তুমি ভুলিলে কি করে।

(উমা এদিক-ওদিক করে—আর ওই গানটা গায় - একবার একটু গলা ছেড়ে, আবার একটু চাপা গলায় ··পরে আবার ফুলদানীর ফুলগুলো ঘুরিয়ে সাজায়।)

রাত্তিরের কথা আমার কাছে বললে, কিছু গোপন করেনি··· এক বর্ণও লুকোয়নি...তোর অসুখ বলে এখানে নিয়ে এল।

উমা। ওই টুকুই আমার সব চেয়ে লাভ—না হলে···আচ্ছা মাসি, আর কেউ আসে নি অসুখের সময়...

নিখিলের মা। হ্যাঁ বেহারী বাবু কদিনই এয়েছিলেন, নির্ম্মলের মা দু'দিন এসে ছিলেন,কত দুঃখু করলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল তোর সঙ্গে নির্ম্মলের···

উমা। থাক্ মাসি ওসব কথা···মা অবিশ্যি আমায় খুবই ভালবাসেন কিন্তু কেন জান...

নিখিলের মা। নির্ম্মল তোকে সত্যি ভালবাসে তাই—

(উমা মুখখানা অন্য দিকে ফেরালে)

উমা। ওইটেইত সব চেয়ে আপত্তি আমার মাসি, এরা চিরকাল ধরে মনে করে রেখেছে যে আমরা ছোট, ওরা বড়—ওরা আশ্রয় আর আমরা সেই আশ্রয়ের ভিখিরী—ওরা দয়া করে···

নিখিলের মা। ও কথা বলতে নেই মা···

উমা। তোমাদের সেকেলে ভাব আমরা আর নেব না নিতে পারব না...ও তুমি বুঝবে না—যাক্ গে রতন কোথা ?

নিখিলের মা। তাকে খেতে দিয়ে এসেছি

নেপথ্যে নিখিল—("উমাদিদি ! ঘরে যাব")

উমা। এস এস নিখিলদা—এস

উমা। দাও মাসি—হ্যাঁ নিখিলদা—গেজেটখানা এনেছ ? result বেরিয়েছে ?

নিখিল। এইত আমার হাতেই রয়েছে দিদি, ওর জন্যেই এই দেরী হয়ে গেল—নির্ম্মলবাবুও একখানা কিনে নিয়ে গেলেন।

উমা। (গেজেটের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) হো-হো ! নির্ম্মল হেরে গেছে, নির্ম্মল হেরে গেছে—এবারে ঠিক জব্দ, গেলবারে আমায় হারিয়ে দিয়েছিল—এবাবে ঠিক হয়েছে—রতনকে খেতে দাও গে মাসি—নিখিলদা—তুমি কি খাবে—

নিখিলের মা। আয় রতন—

(নিখিলের মার সঙ্গে রতনের প্রস্থান)

নিখিল। আমি কি খাব—ও—এত আমারই উচিত তোমাকে খাওয়ান—

উমা। তুমি আমার যা করেছ—

নিখিল। সে কথা অবিশ্যি বলতে পার দিদি—আর তুমি যা করেছ তাতে আমি মানুষ হবার পথ খুঁজে পেয়েছি না হলে আজ কি হত...ওঃ ! তুমি জাননা দিদি...তোমাকে দীপ্তিদের বাড়ী থেকে তাড়ান, বাড়ীর ভাড়ার জন্যে বাড়ী থেকে তাড়াবার নোটীশ, তোমার যত কিছু অপমানের গোড়া আমি—আর তুমি—

(নিখিলের মার পুনঃপ্রবেশ)

আচ্ছা মা তুমিই বল সে রাত্তিরে যদি উমাদিদি আমায় না

বাঁচাত, আজ আমি কোথায় থাকতাম—আজ আমার কি অবস্থা হত।

নিখিলের মা। সেত সত্যি কথাই বাছা—ওর হাতেই তোকে ফিরে পেয়েছি।

(নেপথ্যে রতন—মাসি। মাসি!)

যাইরে রতন— [নিখিলের মার প্রস্থান।

উমা। আমার অসুখে কত টাকা খরচ করেছ নিখিলদা—এত টাকাই বা পেলে কোথা

নিখিল। সৎকর্ম্মের টাকা নয় দিদি—যেটা অসৎ কাজেই ব্যয় হত, সেটা সৎকাজেই ব্যয় হয়েছে—রাতের পর রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, তোমার মাথার শিয়রে বসে যে আমার প্রাণ দিয়েও যদি···

উমা। নিখিলদা তুমিত আচ্ছা sentimental...

নিখিল। এই sentiment যেন আমার চিরদিনই থাকে দিদি—আর সেই যেন আমার সংসারযাত্রার পাথেয় হয়—

(নেপথ্যে—রতন, দিদি! দিদি! "জ্যেঠামশায় আর শীলাদিদি এয়েছেন")

উমা। কই! কই! আসুন আসুন! জ্যেঠামশাই—

নিখিল। আমি তবে এখন যাই দিদি—

উমা। কেন নিখিলদা—লজ্জা কিসের—

নিখিল। লজ্জা নয় দিদি—

উমা। তবে—মনে কোন কাঁটা রেখ না নিখিলদা—

(বিহারীবাবু ও শীলা থতমত ভাবে নিখিলের চলে-যাওয়ার দিকে দেখলে)

রতন। আমি মাসিকে বলিগে। (রতনও চলে গেল)

উমা। নিখিলদা এই অসুখের সময় যা করেছে, আমার মায়ের পেটের ভাই হলেও বোধ হয় এমন করতে পারত না—নিজের রক্ত দিয়ে—

বিহারী। সব শুনেছি মা—তা।···

উমা। আজ মায়ের জন্ম দিন, আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, বাবা যে কোথায় কি ভাবে আছেন—নিখিলদা অনেক খোঁজ করেছে—কোন সন্ধানই পাইনি—

বিহারী। কোথায় থাকে সে কথা ত বলতে পারিনে মা—তবে মাঝে মাঝে আমার ওখানে আসত, আর কই আসে না—

উমা। হ্যাঁ, একদিন আমার অসুখের মাঝেও এসেছিলেন—

বিহারী। কখন যে কোথায় থাকে তা কেউ জানে না মা—মাথাটা কেমন যেন বিগড়ে গেছে—

উমা। মাথাই যদি না খারাপ হবে তা'হলে, এমন—

শীলা। আমাদের সেদিন এমন ভয় হয়েছিল—

উমা। বাবার কথা মনে হলে সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে আসে—কি যে হবে জেঠামশায়—

বিহারী। তোমার মত ভাল মেয়ের ভালই হবে মা—দেখ মা, নানা জনে নানা কথা কয়েছে, সন্ত পর্য্যন্ত, আমি কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি মা। আমি বুঝি যে চোখ

বিহারী। হরিশ সেই টাকা রাইকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে নিয়ে নির্ম্মলের সব টাকা চুকিয়ে দিয়েছে।

উমা। দিয়েছেন? আঃ! বাঁচলাম জেঠামশায়, বাবা কখন কা'র ঋণ করেননি—তাঁর জন্যে—

বিহারী। বাকী টাকার অর্দ্ধেক তোমার গগনমামার স্ত্রীকে দিয়েছেন।

উমা। আর বাকী?

বিহারী। তোমাদের জন্যে!

উমা। আমাদের ত' টাকা দরকার নেই সে টাকাও আপনি মিঃ রায়কে বলবেন মামিমাকে দিয়ে দিতে।

বিহারী। সে কি মা!

উমা। আমি রতনকে মানুষ করতে এমনিই পারব... খাটতে পারবত ··খেটে নির্ম্মলের অত টাকা শোধ দেবার ভাবনা ছিল, সেটা বাবা মানুষেরই মত কাজ করেছেন।

[রতন চা প্রভৃতি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে]

উমা। আসুন জেঠামশায়...

বিহারী। এসব আয়োজন কেন উমা, কুটুম্বের মত, আর কিছু আগেই আমি চা খেয়ে আসছি তো···

উমা। তা হোক,—আজ মার জন্মদিন, আজ আমার সবদিক দিয়েই শুভ হবে। আজ আমার পরীক্ষার সফলতার সঙ্গে বাবার এই খবরটায় আমার এত আনন্দ হচ্ছে—

বিহারী। আচ্ছা আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি—শীলা

তুমি তবে তোমার উমাদির কাছে একটু বস, আমি একবার নির্ম্মলের ওখান থেকে হয়ে আসি···কেমন ?

উমা। নির্ম্মল ? শীলা ?

বিহারী। এই আমাদের নির্ম্মল !

উমা। ও !

বিহারী। আমি এখুনি আসব—শীলা ততক্ষণ উমাদির সঙ্গে গল্প কর আমার দেরী হবে না। [বিহারীর প্রস্থান।

উমা। শীলা, এসে অবধি যে একেবারে মুখ বুজে বসে আছিস্, কিলো ! তোকে কিন্তু, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে—ঠিক যেন বিয়ের কনে।

শীলা। কি ঠাট্টা করছ উমাদি—যাও যাও হ্যাঁ, কি তুমি··· আমি এত বড় বুড় ধাড়ী মেয়ে।

উমা। সত্যি বলছি, আচ্ছা আমি মাসিকে ডাকছি···দেখ সে কি বলে···ঠিক বিয়ের কনে। কিলো তোর চোখের পাতা অমন লাজনত হচ্ছে, কেন—

শীলা। আচ্ছা উমাদি ! তোমাকে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দাদার কাছে যা সব শুনেছি। তারপর নিখিলদার—কি জানি লোকে কত কথাই···

উমা। বলে—What do I care, আমি গ্রাহ্য করি শীলা...হুঁঃ !

শীলা। তারি জন্যেইত বলছি, তোমাকে বোঝা অসম্ভব। এবারে Literatureএ First-class মোটে একটী...একদিকে এই সুনাম।···

Back-date হয়ে যাব।···তা এমন আগোটা ফুলের বোঁটায় টোকা মারলে কেলো! অভিনন্দনেব গানটাতো আমাকেই গাইতে হবে, কিলো মুখখানাই তোল,—কথা কস্‌নি কেন... বলি ঠোঁটের পাপড়ি দু'টো আলগাই কর···

শীলা। তা আমায় কি কথা কইতে দিচ্ছ যে জবাব দেব... তুমি ত একাই সব সখী-সম্বাদটা গেয়ে দিলে···আমাকে ত আর গাইবার অবসর দাওনি···

উমা। বল ত বোন্। শুনি,—নামটী কি সে তার···

যার রূপের ঝলক এসে তোমার
খুলে দেছে দ্বার...

শীলা। (খুব গম্ভীর অথচ মিষ্টি হাসির সঙ্গে) নামটা বলতেই হবে···

উমা। বলি এখন ত···মনে মনে যাব নাম জপ হচ্ছে। সে নাম উচ্চারণ করলে মহাপাতক হয় না...শুনি।

শীলা। নি-র-ম-ল!

উমা। নির্ম্মল! কে নির্ম্মল! ও! হাহা-হাহা—হাহা-হাহা হাহা-হাহা (আহ্লাদ বাইরে ভেতরে হতাশা দু'য়ের মিশ্রিত ভঙ্গীতে—হাসতে হাসতে) বাঃ! বাঃ, চমৎকার! চমৎকার! মাসি! মাসি চমৎকার। হাহাহাহা···ঠিক হয়েছে···হাহাহাহা··· মাসি মাসি!... (নিখিলের মার প্রবেশ)

নিখিলের-মা। কি লো অত হাসছিস কেন?

উমা। হাহাহাহা—হাহাহাহা···

করে দিচ্ছি...হ্যাঁ রতনের একটা ভাল পোষাক করে দিতে হবে···

রতন ! রতন ! কি রকম পোষাক নিবি বল...

রতন। কেন, পোষাক কি হবে ?

উমা। আরে শীলাদির বিয়ে, তোর নির্ম্মলদার সঙ্গে···

রতন। দূর, তা কেন।

উমা। হ্যাঁরে সত্যি, শীলাদি তাই নেমন্তন্ন করতে এয়েছে···

রতন। নির্ম্মলদার সঙ্গে, দূর তা কেন...

(বিহারীবাবুর প্রবেশ)

বিহারী। নির্ম্মলের সঙ্গে কথা হল না, তার সরকারকেই বলে এলাম যে, বেলা চারটের পরই ভাল সময় দেরী যেন না হয়, আর নির্ম্মলের মার সঙ্গেও দেখা হল না. মাকে নিয়ে নির্ম্মল নেমন্তন্ন করতে গেছেন···হ্যাঁ শীলা, তুমি বলেছ উমাকে···তাহলে মা রতনকে নিয়ে যাবে, আজকেই engagement আশীর্ব্বাদ হবে। এই মাসেই বিয়ের দিন স্থির হবে। নির্ম্মলের মার ভারি ইচ্ছে। তবে তোমার শরীরটা এখনও ঠিক···

উমা। আমি বেশ সেরেছি জেঠামশায়, আর তা না হলেও একদিকে আমার বন্ধু, আর এক দিকে শীলা, এত নেমন্তন্ন না করলেও আমি যাব, যেতাম···নিশ্চয়ই যাব।

বিহারী। চারটের সময়···

উমা। আমি তার আগেই যাব...আমি গিয়ে শীলাকে সাজিয়ে দেব। নিখিলদা তোমাকে শুধু স্যাকরাবাড়ী গেলে হবে না, মালি বাড়ীও আবার যেতে হবে।

উমা। Freedom first, freedom second, freedom last, মন্দ কি স্বাধীন থাকা যাবে।

নিখিলের-মা। তুই বাছা বড় বোকা মেয়ে···

উমা। আর যা বল, তা বল মাসি বোকা বল না। বোকা নয় মাসি, তুমি বুঝলে না—নির্ম্মলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে উল্টে আমার মুখের ওপর অপমান করে গেল শীলা। তার ভাইকে আমি গায়ের জোরে কটু বলেছিলাম, সে তারই শোধ দিতে এসেছিল, তাই পাঁয়জোর উপহার বুঝলে মাসি...

নিখিলের-মা। কিন্তু...

উমা। এর আবার কিন্তু কিসের···

নিখিলের-মা। নির্ম্মল অমন ভাল ছেলে, আর অবস্থাও তেমনি, রাজা বললেই হয়।

উমা। রাজার রাণী হবার মত কেরামতি হয়ত আমার নেই। তুমি কি বলতে চাও মাসি···যে আমি তাকে গিয়ে বলব···ওগো আমার ভাল ছেলে, আমায় বিয়ে কর—আমি তোমার রামধনুর রঙে রঙিন হব, যে রঙ মাখাবে সেই রঙই মাখব...

নিখিলের-মা। তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বাছা...তবে আমরা আশা করেছিলাম···

উমা। আশা করলেই কি সব হয়। আমি যে সংসারের কত আশা করেছিলাম, তা কি আমার হয়েছে? মা করেছিল,

নিখিলের-মা। এতদিন ত' এ ভাব কখন দেখিনি মা তাই—

উমা। তুমি জান না মাসি, মার মরার পর থেকে, আমি তার সঙ্গে মেলামেশা একেবারেই রাখিনি বললেই হয়—কেন জান, সকল সময়ই সে টাকার সাহায্য করতে চেয়েছে—প্রতি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বুঝিয়েছে যে, সে আমার চেয়ে বড় —বাবার যে এতবড় মামলা হয়ে গেল, আমি কোনদিন তাকে বলিনি যে, এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা কর, কি বাবাকে বাঁচাও—নিজেই করছে—

নিখিলের-মা। এ বাছা তোর রাগের কথা—তোর জন্যেই সে এত করেছে ত'—

উমা। হ্যাঁ তা জানি—আমি কি বলছি যে না, আমি কিন্তু যখনই দেখা হয়েছে—তখনই সরে গেছি, অবসর নেই বলেছি, আর সত্যিই আমার অবসরই বা কোথায় ছিল মাসি—বল ? দেখ মাসি তোমার কাছে লুকবও না, লজ্জাও করব না সে মেয়ে আমি নই যে কাঁকন বাজিয়ে ঘোমটা টেনে বাসর ঘরে যাব, মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে খোলা আকাশেব তলায় যাকে বলতে পারব সে তুমি—তুমিই আমার একলার, তাকে বর বলে নেব—না হলে—

[রতনের প্রবেশ]

রতন। দিদি ! নির্ম্মলদা এয়েছেন ?

নিখিলের-মা। কোথায় রে ? কখন এল।

রতন। এইতো, জেঠামশায়ের যাবার একটু পরেই--নিখিলদার ঘরে বসে কথা কইছে...

[উমা কেমন যেন হয়ে গেল। খাটের বাজুটা ধরে আস্তে-আস্তে বিছানার ওপর বসে পড়ল।]

নিখিলের-মা। কি হ'ল অমন করছিস কেন মা, একে এই অসুখ সকাল থেকে ঘুর-ঘুর করছিস্...

উমা। কই না কিছুত হয়নি মাসি, শরীরটা কেমন যেন করে এল তাই।

নিখিলের মা। একে তোর শরীরের এই অবস্থা লোকের আর সময় হ'ল না—বেহারীবাবুরই বা কি আক্কেল, সব জেনে শুনে আবার নেমতন্ন করে শোনাতে আসা কেন? তুই শো শো, সেই অবধি লোকেরও ছাই বিরাম নেই···

উমা। কেন অমন করছ মাসি কিছুত হয়নি, জেঠামশায়ের কোন দোষ নেই, তিনি এসব কিছুই জানেন না, তিনি আমায় ভালবাসেন, স্নেহ করেন, তাই এসেছেন...আত্মীয় মনে করেন বলেই এসেছেন—জান মাসি তোমাদের চলে আসবার খানিক আগে জেঠামশাই ওই টাকাগুলো আমার হাত দিয়ে তোমাকে দিয়েছিলেন—

নিখিলের-মা। তিনি যে ভাল লোক, তাতে আমি না বলছি না মা, কিন্তু এটা তাঁর কি বুদ্ধি—আর তাঁর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু শীলা, সেই বা কি বলে—এ কথা তোর মুখের ওপর—মানুষের ভদ্রতা বলেও একটা।—

উমা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস। তুমিও ত' নেমতন্ন করতে এসেছ!

নির্ম্মল। না—

উমা। না! সেকি? তবে? নেমতন্ন না করলে কিন্তু উপহার পাবে না বন্ধু। শীলাকেত পাঁয়জোর উপহার দেব ভাবছি। আচ্ছা কি দেওয়া যায়—কি উপহার চাও—

নির্ম্মল। আমাকে কি উপরি-পাওনার লোক বলেই মনে কর না কি?

উমা। মনে আমি কিছুই করিনি বন্ধু - ভাবছি সস্তায় কি করে ভদ্রতা রক্ষা হয়—তারি একটা সুবিধা খুঁজছিলাম, সংসারে থাকতে গেলে ভদ্রতা রাখতে হবে ত?

নির্ম্মল। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তোমার বেশ হাস্যরস আসছে ত?

উমা। ওকি নির্ম্মল! একবারে যে কাব্য-করে ফেললে, অ্যাঁ! জীবনটা যখন বলে আমি আর এ খোলোসের মধ্যে থাকব না—এতদিনের ঘরকন্না বদল করব—তখন হাসি হাসবে না, বল কি বন্ধু অ্যাঁ - হাহাহাহা—হেরে গেলে বন্ধু—হেরে গেলে···

নির্ম্মল। হেরে গেছি বলে মনে হয় না—তবে কখন কখন হেরে যাওয়াটা জেতার চেয়ে বড় বলেই মনে হয়—

উমা। সেটা অক্ষমের বন্ধু—অক্ষমের কথা! তাইত আমার দেশ অদেষ্ট আর ভগবানের দোহাই দেয়। মোহের রঙ মাখিয়ে

নির্ম্মল। আর কত দুঃখ দেবে উমা ?

উমা। ভুল করছ বন্ধু, দুঃখ আমি দিইনি...নিজের রচা দুঃখকে যদি বাঁচাতে চাও, দুঃখের মূল্য দিতে হবে।

নির্ম্মল। আমায় এ দুঃখ থেকে বাঁচাও, দোহাই তোমার।

উমা। তোমার আবার দুঃখ কিসের—আমি ভেবেই পাইনে নির্ম্মল যে, তোমার আবার সত্যিকারের দুঃখ থাকতে পারে, ভুল বলছ।

নির্ম্মল। ভুল বলনি উমা, যে দুঃখ, যে হাহাকার আমার ভেতর জ্বলে-জ্বলে উঠছে·· তুমি···

উমা। কিসের দুঃখ বন্ধু তোমার ? তোমার মা আছেন, তোমার অর্থ আছে, সংসারে প্রতিষ্ঠা আছে ··

নির্ম্মল। মা আছেন সত্যি, কিন্তু সংসারে অর্থ আর প্রতিষ্ঠা দিয়ে মানুষের দুঃখ কি ঘোচে···

উমা। ঘোচে না, অ! তা আর' ত আছে...

নির্ম্মল। কি আছে ?

উমা। (একটু হাসি ও চোখের ভঙ্গীতে) দীপ্তি আছে, শীলা আছে, আরও হয়ত কত...

নির্ম্মল। হ্যাঁ দীপ্তি আছে, শীলা আছে, টাকা আছে, গাড়ী আছে আরোও আছে, তোমারও অনেক আছে।

উমা। আমার কি আছে ?

নির্ম্মল। কেন নিখিল আছে আরো হয়ত—

আমার চিরকাল থাকে এই আমার ভাল—তুমিত জান উমা যে তুমি আমার কি !

উমা। আর তুমি জান না—যে, উমার স্বাতন্ত্র, উমার আকাঙ্খা, উমার অধিকার, উমার গর্ব্ব, উমার জীবনের সর্ব্বোত্তম সাধনার কোন মুল্য নেই, তোমাকে বাদ দিলে—

নির্ম্মল। সেদিন ত' একথা বলনি...

উমা। কেন বলব—চক্ষুই একমাত্র দ্রষ্টা মনে কর কেন, চিত্ত বলেও একটা পদার্থ আছে, পুরুষের সঙ্গে যে এক সঙ্গে লেখা-পড়া শেখে, সমান তালে পা ফেলে—তাদের সেটাকে দম্ভ বলে মনে করলে কেন ?

নির্ম্মল। তা মনে করিনি।

উমা। তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না

নির্ম্মল। আমি অবিশ্বাসত করিনি।

উমা। তবে কিসের জন্যে আজ শীলার এ নেমন্তন্ন ?

নির্ম্মল। আমার নিজের ইচ্ছেয় নয়। মা জোর করে...

উমা। হাসালে নির্ম্মল...

নির্ম্মল। সত্যিই মা জোর করে আজ বলেছেন বিয়ে আমায় করতেই হবে...

উমা। বেশ বিয়ে কর—কে তোমায় বারণ করছে...

নির্ম্মল। কাকে ?

উমা। যাকে তোমার প্রাণ চায়, আমিত ঘটকী নই যে অঘটন ঘটাব...

নির্ম্মল. নিখিলদা—

নিখিল। ভাই ! (রতনের ছুটতে ছুটতে প্রবেশ)

রতন। দিদি ! দিদি ! বাবা ! বাবা ! এয়েছে—

(হরিশের প্রবেশ)

হরিশ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—এই যে উমা—এই যে—

উমা। বাবা ! বাবা ! একি হয়ে গেছ, কোথায় ছিলে বাবা ! এতদিন—

হরিশ। পাখির বাসা ভেঙে পথে ফেলে দিয়েছিলাম··· পথ পথ পথ·· হেঁ হেঁ হেঁ ভাত আছে অ্যাঁ···বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে মা·· আজ ক'দিন খাইনি···পয়সা দিলেও ভাত দেয় না, পাগল খুনে বলে তাড়িয়ে দেয়, সবাই মারতে আসে · ক্ষিধে কিন্তু কিছুতেই শোনে না, সেদিন খেতে বসেছি, কোথা থেকে গগন এসে দাঁড়াল, তোর মামা গগন আর খাওয়া হ'ল না···আমায় চারটী ভাত দিতে পারিস · মা।

নির্ম্মল। বাবা, আপনি চলুন · আমরা আপনার সব ব্যবস্থা করছি···

হরিশ। ভাত দিচ্ছে না, ভাত দিলে না, ক্ষিধে পেয়েছে যে···(চীৎকার করে উঠল।)

রতন। বাবা ! বাবা ! তোমার ক্ষিধে পেয়েছে···বাবা, মাসি মাসি, বাবার যে ক্ষিধে পেয়েছে বাবা ! বাবা !

হরিশ। কে রতন বাবা, রতন ! রতন !

রতন। বাবা ! বাবা !

হরিশ। ও তুমি নিম্মল না? তুমি নিখিল ··অ্যাঁ তুমি এখানে অ তোমরা –

রতন। বাবা তুমি এস, ওঘরে খাবার আছে, তোমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে বাবা। আমি মাসিমাকে বলছি।

হরিশ। রতন! বাবা! রতন।

রতন। বাবা! বাবা!

হরিশ। আজ এখানে কি?

উমা। আজ মার জন্মদিন।

হরিশ। অ! আজ তার জন্মদিন, ফুল দিযে তাই তোমায় সাজিয়েছে···তুমি দেখছ, তুমি দেখছ···শুনছ···বতন আমায় বাবা বলে ডাকছে···তোমরা শুনছ···

উমা। বাবা! আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন···

হরিশ। তুমি অনুমতি দাও, তোমার রক্তে এ হাত—মার্জ্জনা কর—আমায অনুমতি দাও, ওদের শুধু আশীর্ব্বাদ করব —অনুমতি দাও নীলা! নীলা! তুমি অনুমতি দিচ্ছ অ্যাঁ আমি আশীর্ব্বাদ করব...(ফিরে এসে) তোমবা সুখী হও আমি আশীর্ব্বাদ করছি - তোমবা সুখী হও!

(যবনিকা পতন)